চণ্ডীদাস

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়
সম্পাদিত

এরিয়ান লাইব্রেরী
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজ সংস্করণ ১৷৷০ টাকা] [সাধারণ সংস্করণ ১৲ টাকা

প্রকাশক—শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

এরিয়ান লাইব্রেরী

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীপঞ্চানন দাস,

সত্যনারায়ণ প্রেস

২৫নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

....

....

....

.......................}
....

সূচী

ভূমিকা

সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা—একদিন সকালে ঘরে বসিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতেছি, এমন সময়ে বাহির হইতে সুমিষ্ট সঙ্গীত-ধ্বনি কাণে আসিয়া পৌঁছিল। কাণ ক্রমে মনকেও সেই দিকে টানিল। বুঝিতে পারিলাম, এক বৈষ্ণব ভিখারী গায়িতেছে—

"জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে
সে গৌর হয়েছে।
গায়ে ধররে বলে ঝাঁপ দিলে,
থই পেলে না—নদেয় উঠেছে ॥"

গানের শেষে "কৃষ্ণকান্ত ভণে" আছে। এ কৃষ্ণকান্ত কে, জানি না। এ গান অন্যের কেমন লাগিবে, তাহাও বলিতে পারি না। তবে উহা প্রথম শুনিবার সময় আমার মনে যে ভাব জাগিয়াছিল ও যে আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহার কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই, কখনও বোধ হয় ভুলিতেও পারিব না। এই গানের মধ্যে চণ্ডীদাসকেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, চণ্ডীদাসাদির কবিতায় যাঁহারা 'ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে' দেখিতে পান, তাহাদের দেখায় দোষ আছে। মনে হইয়াছিল, যাহারা বলেন যে 'নিছক প্রেমের হিসাবেই বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে', তাঁহাদের কথাও সত্য নহে। যাঁহার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়া গোর 'গৌর' হইয়াছিলেন, তাঁহারই রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া চণ্ডীদাস কবি হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের রাধা যেন চৈতন্যদেবেরই ভাব-মূর্ত্তি। চৈতন্য-প্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের যে ঘোর প্রেমোন্মত্ততা দেখা যায়, তাহারই ভবিষ্যচ্ছবি যেন চণ্ডীদাস আগে হইতেই আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন দেখি, তাঁহার রাধা "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা"—যখন দেখি, তাঁহার রাধার অন্তরঙ্গ সখীও রাধার 'অন্তরের ব্যথা' বুঝিতে না পারিয়া বলিতেছে—

"অকথ্য বেদন সখি বোঝা নাহি যায়।
যে করে কৃষ্ণের নাম পড়ে তার পায়।"

তখন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যকেই আমাদের মনে পড়ে। যখন দেখি, চণ্ডীদাসের রাধা—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥"

তখন রাধামোহন ঠাকুরের এই কয় ছত্রই মনে পড়িয়া যায়—

"আজু হাম কি পেখনু নবদ্বীপ চন্দ
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর-পন্থ।
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥"

সুতরাং চণ্ডীদাসের কবিতা 'নিছক্ প্রেমের' কবিতা হিসাবে পড়িতে গেলে তাহার রস ঠিক উপলব্ধি হইবে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরাও সে হিসাবে 'পরকীয়া অনুরাগের গৌরব বর্ণনা' করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধিকার ভাবের অবধি॥"

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা এই 'পরকীয়া ভাবে'রই পূর্ণ বিকশিত মূর্ত্তি। তাই পার্থিব প্রণয়ে "নামে" প্রেম অসম্ভব হইলেও তাহার শ্রীরাধিকার মুখে সর্ব্বপ্রথমই শুনিতে পাই—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

এই গীতি হইতেই চণ্ডীদাসের আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। পরে তিনি আরও স্পষ্টভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য আমাদিগকে বুঝিবার অবসর দিয়াছেন—

"অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতিহীনা
না জানি ভজন সাধন।"

এই গোপ গোয়ালিনীর নামে চণ্ডীদাস 'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস" উদ্গীর্ণ করিয়াছেন এই মূল কথাটি মনে রাখিয়া চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদাবলী পড়িলে উহার মধ্যে 'ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে' দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে 'নিছক্ প্রেমের' হিসাবে ইহা পড়িলে যে কোনও আনন্দ পাওয়া যায় না, এমন কথা বলি না শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মৎ-সম্পাদিত 'প্রবাসী'-পত্রিকায় একবার লিখিয়াছিলেন,—"ধর্ম্মের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে, জীবের সঙ্গে, ঈশ্বরের সম্বন্ধের সঙ্গে, এ সকল পদাবলীর কোনও কিছু সম্পর্ক আছে, এ জ্ঞান তখন (যৌবনে) হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণের ধর্ম্ম যাই হউক না কেন, কৃষ্ণের প্রেম যে সাহিত্যের একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এটা তখন বেশ বুঝিতে লাগিলাম। এই সকল কাব্যালোচনার সঙ্গে যে প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপ-লালসার ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভাবনার কোনও সম্পর্ক ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। যৌবনে যা'রা ইন্দ্রিয় সেবাতে একান্তভাবে ডুবিয়া না'ও যায়, তাদেরও প্রাণে রূপের কথায়, প্রেমের কথায়, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের অনুরাগ-সম্ভোগের কাহিনীতে, একটা নিগূঢ় আনন্দ জাগিয়া থাকে। এও একরূপ পরকীয়া সাধনই বটে। ইংরাজীতে ইহাকে Vicarious enjoyment বলে। * * * তখন ইংরেজী কাব্য পড়িতেছি। সেক্সপীয়ার, শেলী, বায়রন, স্কট প্রভৃতির সহিত অল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। কিন্তু এ সকলের কোথাও আমাদের শ্রীরাধিকার মতন কোনও নায়িকা বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতন কোনও প্রেমের ছবি খুঁজিয়া পাইলাম না। জুলিয়েট তো প্রেমিকার শিরোমণি। পাশ্চাত্য

সাহিত্যে বোধ হয় আজি পর্য্যন্ত অমন ছবি আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই। কিন্তু জুলিয়েটের প্রেমও দেখিলাম, আমাদের রাধার প্রেমের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর—টেনিসনের কথায় বলিতে গেলে,—"As water unto wine"—জলের কাছে যেমন সুরা, জুলিয়েটের প্রেমের নিকটে রাধার প্রেমও তাহাই। জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় দিবার কালে বলিতেছেন,—"Good night. Good night. Parting is such good sorrow I'll say Good night, till it be morrow." আর রাধিকার প্রেম এমনি অদ্ভুত যে কৃষ্ণকে বুকে ধরিয়াও তিনি বিরহ-ভয়ে আকুল হইতেছেন—

> "এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
> নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
> সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
> মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥"

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিতরে যে কোনও আধ্যাত্মিক সঙ্কেত, ভগবদারাধনার কোনও সূত্র আছে বা থাকিতে পারে, এ কল্পনাও যখন প্রাণে জাগে নাই, তখনও রাধিকার প্রেমের অদ্ভুত মধু রমা ও অনুপম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।" বিপিনবাবুর এ উক্তি সত্য। সত্য বলিয়াই চণ্ডীদাস পড়িতে এখনও সকলে ভালবাসে। বিলাতের চসার ও আমাদের চণ্ডীদাস প্রায় সমকালেই জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু চসারের কাব্য-গ্রন্থ আজ সেকেলে রচনার আদর্শ-স্বরূপ আলমারীর উচ্চ কক্ষে বিরাজ করিতেছে। অথচ চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতে বা শুনিতে বাঙ্গালী এখনও সমুৎসুক। এমন কি, এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্যকার রবীন্দ্রনাথও এদেশে চণ্ডীদাসের প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু চণ্ডীদাসাদির পদাবলীতে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া যে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্কেত আছে, এ কথা ঐ সহজ রস-জ্ঞানের সাহায্যে ধরিতে পারা যায় না। আর ঐটুকু ধরিতে না পারিলে চণ্ডীদাসের 'পিরীতিকে' কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বলিয়াই মনে হয়। বলা বাহুল্য, এই ভুলই সচরাচর আমাদের ঘটে। সেই জন্য আমরা ইহাতে

অনেক সময় শুধু কামের গন্ধ নয়—দুঃখেরও তীব্র অনুভূতি দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ও ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই বলিয়াছেন,—"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি" আবার দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ।"—কিন্তু ইঁহারা কেহই শুধু সুখ বা শুধু দুঃখের কবি নহেন। বঙ্কিমবাবু যাঁহাকে 'দুঃখ' বলিয়াছেন, রবীন্দ্রবাবু তাঁহাকেই 'সুখের কবি' বলিতেছেন। আবার রবীন্দ্রবাবু যাঁহাকে 'দুঃখের কবি' বলিতে চাহেন, সেই চণ্ডীদাসেরই এই কয় ছত্র যদি মনে করা যায়—

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥"

তাহা হইলে, চণ্ডীদাসকে কি দুঃখের কবি বলিতে ইচ্ছা করে? আসল কথা, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলীতে কতখানি সুখ ও কতখানি দুঃখ আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা চলে না। চৈতন্যদেব যেমন কহিয়াছেন,—

"বাহিরে বিষ জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

চণ্ডীদাসের পদাবলীও ঠিক তাই। অনেক সময় বাহির হইতে উহার যেটাকে 'বিষ-জ্বালা' বলিয়া মনে হয়, সেটা প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে।—তাহার ভিতরে আনন্দ-স্রোতই অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নিত্য প্রবহমান।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, এ পদাবলীর মূলে কেবল কল্পনা ছাড়া আর কিছু নাই। জয়দেবের যেমন পদ্মাবতী, বিদ্যাপতির যেমন লছমীবাঈ, চণ্ডীদাসের তেমনি রজকিনী রামীই তাঁহার কবিতার মূল উৎস। দীনেশ বাবু বলিয়াছেন,—"রজকিনী রামীর

'শীতল চরণ' ভজনা করিয়া, রজকিনীর চাক্ষুষ রূপ-গুণে নিঃশেষ আত্ম-সমর্পণ করিয়াই তাঁর এই প্রেম লাভ হইয়াছিল। এইজন্যই ইহা বস্তু, কল্পনা নহে! ইহা সত্য, মায়া নহে।" কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এ প্রেমও 'নিকষিত হেম—কাম-গন্ধ নাহি তায়।' চণ্ডীদাস নিজেই বলিয়া গিয়াছেন,—

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা আমার তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥"

চণ্ডীদাস কোথা হইতে যে তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলীর নিগূঢ় রসটি আহরণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল পদে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এবং তাহার সন্ধান পাইলে চণ্ডীদাসের এই উক্তি—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে
পিরীতি পিরীতি, তিনটি আখর
তাহাতে ভজন সার
রাগ মার্গে যে, ভজন করিবে
পাইবে চরণ তার।"

তখন আর 'উন্মাদ' বলিয়া মনে হইবে না। ইহার সহিত 'রজকিনী প্রেমে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, চণ্ডীদাসের পদাবলী অমৃতের নির্ঝর। তখন মনে হইবে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি—"চণ্ডীদাসের গান, আর মহাপ্রভুর জীবন, ইহাই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।"—উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নহে—বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নহে।

চণ্ডীদাস

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥

চণ্ডীদাস

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

নাম শ্রবণ

কামোদ

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ·
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে হেরিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥ ১

চিত্রপট দর্শন

তিরোতা

হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি! এমন কেন বা হলো।
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়স কিশোর, বেশ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম-নবরসে,
ঠেকিলা রাজার ঝি॥ ২

স্বপ্নদর্শন

বিভাষ

আমি ত অবলা, তাহে এত জ্বালা,
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি, গুমরিয়া মরি,
তোমা'র কহিনু দড় ॥
সহজে আপন, বয়স যেমন
আন নহে হাম জানি।
স্বপনে ভাবিয়া, সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী ॥
সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর, মরমে পশিল,
ভাবিতে হইল কাল ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে, আর দেহ পায়ে,
ভাবিয়া তাহার রূপ ॥ ৩

সাক্ষাদ্দর্শন

কামোদ

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পি'তে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয় ॥

সখি, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন-ভুলনী,
দোলে গলে বনমালা ।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া ফিরি রসালা ॥
দুইটি লোচন, মদনের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে ।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে,
পরাণ সহিত টানে ॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর
যে জন দেখিল, সে জন ভুলল,
কি তার কুল বিচার ॥ ৪

কামোদ

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী ।
ভাঙ ধনুভঙ্গি ঠাম, নয়ন-কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই, এমন সুন্দর বর কান ।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥

এ বড় কারিকরে,　　　　কুন্দিল তাহারে,
　　প্রতি অঙ্গ মদনের শরে।
যুবতী-ধরম　　　　ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম,
　　দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত,　　　　বক্ষ বিস্তারিত,
　　দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে,　　　　মালা বিরাজিত,
　　কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে,　　　　লোমলতাবলী,
　　সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী,　　　　কামধনু জিনি,
　　ইন্দ্র-ধনুকের আভা॥
চরণ-নখরে,　　　　বিধু বিরাজিত,
　　মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস-হিয়া,　　　　সে রূপ দেখিয়া,
　　চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ২

ধানশী

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু,　　　　জিনিয়া শ্যামের তনু,
　　উদইছে যেন শশী রবি॥
কিবা সে শ্যামের রূপ,　　　　সুধাময় রসকূপ
　　নয়ান জুড়ায় চেঞা।

শির বেঢ়ল বৈলান জালে, নব গুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা ॥৮

গান্ধার

সই, কি আজু দেখিনু রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু, যমুনার জলে,
দুই চারি জন সঙ্গ ॥
এক কালা দেহ, বসন-ভূষণ
চূড়াটি টলিযা বামে।
হেরম্ব অনুজ, তাহে আরোপিত,
বেড়িয়া কুসুম দামে ॥
তার মাঝ দিযা, ময়ূরের পাখা,
হেলিছে দুলিছে বায।
যেমন রবির, সুতার রঙ্গ,
লহরী তেমতি প্রায় ॥
তাহে শশধর, মলয়-চন্দন,
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ, পেয়ে অলিকুল
করে আসি আনাগোনা ॥

নাসা খগ জিনি, কিবা কীর গণি,
এই দুই নহিলে নয়। (১)
আকর্ণপূরিত, যে দুটি লোচন,
চঞ্চল শোভিত তায়॥
কটাক্ষ মিশালে, হাসির হিল্লোলে,
অমিয়া বরিখে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ, হেন মনে করি,
সদা থাকি নিশাদশি॥
গলে বনমালা, কিবা করে আলা,
যমুনা দুকূল ভরি।
পীত বাস অতি, কাঞ্চন-মূরতি,
করেতে মুরলী ধরি॥
এত দিন বসি, গোকুল-নগরে,
না দেখি না শুনি কানে।
এমন মূরতি, গড়ে কোন্ বিধ,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥৯

ধানশী

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামের রূপখানি।

(১) অর্থ দুর্বোধ্য

নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল.
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়নে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণে মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা, আইলা ললিতা,
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ॥
চাঁচর চিকুর কিছু না সংবর,
কেন হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে, বেজেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতি-বাণ॥১০

ধানশী

এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥

অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়॥১১

তুড়ি

অঙ্গ পুলকিত, মরম সহিত,
অঝরে নয়ন ঝরে।
হেন অনুমানি, কালা রূপ খানি,
তোমারে করিলা ভোরে॥
দেখি নানা দশা, অঙ্গ যে বিবশা,
নহেত ভাল ব্যাভারে।
সে বর নাগর, গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে।
শুন শুন রাই, কহি তুয়া ঠাঁই,
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী, তুয়া যে খেয়াতি,
আছয়ে গোকুল পুরে॥
ইহাতে এখন, দেখি যে কেমন,
নাহি লাজ গুরু ভয়।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব-রসে,
বুঝিলে বুঝন নয়॥১২

ধানশী

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হইল।
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাক উঠয়ে চমাক,
ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়ায়েছে চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে।১০

———

সিন্ধুড়া

(ওগো) রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসয়ে বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥

সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠি করি, ময়ূর-ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥১৪

ধানশী

কালিয়া বরণ, হিরণ-পিন্ধন,
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কেহ যাই, ওঝা দেখাই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানুসুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।

নিশ্চয় কহি রে, আনি দিব তোরে
কালার গলার ফুলে ॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া,
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত-প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥
কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥১৫

মুখরা উক্তি

ধানশী

সোনার নাতিনী, এমন যে কেনি,
হইলা বাউরী পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে, কদম্বতলাতে,
দেখিলা সে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরমনাশক,
বসি থাকে সেইখানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলে, কলঙ্ক রাখিলি,
চাহিয়া তাহার পানে ॥

একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল শীল নাশে,
কালিয়া-প্রেমের মধু ॥১৬

কামোদ

সোনার নাতিনী কেন, আইস যাও পুনঃ পুনঃ,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরে ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায় ॥
যমুনার জলে যাও, কদমতলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
শ্যামলবরণ হিরণ-পিঁধন, বসি থাকে যখন তখন,
সে জন পড়েছে বুঝি মনে ॥
ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে, কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥
একে তুমি কুলনারী, কুল আছে তোমার বৈরী,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু ॥১৭

সুহই

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্বমূলে,
চিকণকালা করিয়াছে থানা।
নব জলধর-রূপ, মুনির মন মোহে গো,
তেঞি জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ভাতি, বহিয়া মদন জিতি,
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা, মেঘে সোদামিনী-কলা,
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে।
নয়নকটাক্ষ ছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে,
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরয না ধরে প্রাণ,
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম জিনি, শ্যামচাঁদের বদনখানি,
হেরিবে নয়ানের কোণে রে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, চাহিল গোবিন্দপানে,
পরাণে বাঁচবে সখী কে ॥১৮

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তুড়ি

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ, মদন-রঙ্গ, (১)
হসিত বদনে চায়॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ॥
ললিত আকার, মুকুতা-হার,
শোভিতে দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণে, উদিত গগনে,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥
কুচ যে মণ্ডলী কনক-কটোরি,
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনের খুশি,
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগিয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশ রহি যায়॥১৯

---

(১) পাঠান্তর—মদনতরঙ্গ।

তুড়ি

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন-যুগল,
চিনিতে নারিনু কে॥
সই, সে রূপ কে চাহিতে পারে॥
অঙ্গের আভা, বসন-শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলীতে, মুকুর সহিতে,
কনক-কটোরি তাথে।
সিঁথায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে॥
নীল শাড়ী, মোহনকারী,
উছলিছে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে,
দাস মনে করি আশ॥
কুচযুগ গিরি, কনক-কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়,
ঘন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে, পাইয়াছে দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি॥

চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ হয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে ॥২০

তুড়ি

তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী,
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন্ বা রাজে ॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ।
সোনার কটোরি, কুচযুগ-গিরি,
কনক-মন্দির লাগে।
তাহার উপরে, চূড়াটি বনালে,
সে আর অধিক ভাগে ॥
কে হেন কারিগর, বানাইল ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ, শিরোপো করিতুঁ,
এমতি মন যে করে ॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে।

ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবন ডালা,
পসারী পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন ॥
অধর-সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন-মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥২১

তুড়ি

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী,
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল ॥
সই, জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, যন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি ॥

অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তনু।
চলন-ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিল জীবন মোর।
অঙ্গুলীর আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তারি।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিল বাণ যে মারি॥
জরজর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইনু ভোর॥২২

গান্ধার

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগনে হয়।

ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে ধনি,
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর,
মদন পাইল ডর॥
সই, কে বলে কুচযুগ বেল।
সোনার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল॥
আজানুলম্বিত, করিবর-শুণ্ডিত,
কনক-ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে।
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমান—চাক।
চরণ-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥
অঙ্গুলীর মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু॥২৩

গান্ধার

একে যে সুন্দরী, কনক-পুতলী,
খঞ্জনলোচন তার।
বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ভার॥
সই, নবীন বালিকা সেহ।
দৈবে উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল কেহ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরয উঠায়ল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুন কহি ভাই,
কাহারে শুধাব কে॥
দন্তটি যে, দাড়িম-বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে, মদন কুলুফে,
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বূল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিন্ধন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারী, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে॥২৪

তুড়ি

চম্পকবরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি
কপিলা চামর পারা॥
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত-মোহিনী, হরিণনয়নী,
ভানুর ঝিয়ারী বটে॥
হিয়া জরজর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল ব্যাধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে॥২৫

———

ধানশী

সজনি, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গৌরী নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।

যমুনার তীরে,　　বসি তার নীরে,
　　পায়ের উপরে পা ॥
অঙ্গের বসন,　　করেছে আসন,
　　আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে,　　হেমহার দোলে,
　　সুমেরু-শিখর জনি ॥
সিনিয়া উঠিতে,　　নিতম্বতটীতে,
　　পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার,　　কনক চাঁদার,
　　শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে ভুগুলি (১)　　শঙ্খ ঝলমলি,
　　সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয়,　　সুধু সুধাময়,
　　দেখিয়ে হইনু ভোলা ॥
চলে নীল শাড়ী,　　নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
　　পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর,　　হিয়া নহে থির,
　　মনমথ-জ্বরে ভোর ॥
কহে চণ্ডীদাসে,　　বাশুলী-আদেশে,
　　শুন হে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু,　　রাজার নন্দিনী,
　　নাম বিনোদিনী রাধা ॥২৬

---

(১) ভুগুলি—ভুটি

তুড়ি

থির বিজুরী বরণ গৌরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই, মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া,
বিকল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ কমলে, মল্ল-তোড়ল,(১)
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন কি হইবে দেখা॥২৭

কামোদ

সখীগণ সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে,
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥

---

(১) তোড়া, মল

নানা আভরণ, মণির কিরণ,
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী, বরণ বিজুরী
সদাই মনেতে জাগে ॥
সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া, জ্বলত এ হিয়া,
ধরিতে নারিয়ে দে ॥
পুন না হেরিলে, না রহে জীবন,
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস, পূরাহ লালস,
নাগর আতুর বড় ॥২৮

তুড়ি

কাঞ্চন-বরণী, কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে,
নীল শাড়ী শোভে গায় ॥
দেখিতে বদন, মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি, মানস ভাবিয়া,
ছুটিছে মরাল-কুল ॥
আঁখি-তারা দুটি বিরলে বসিয়া,
সৃজন করেছে বিধি।

নীল পদ্ম ভাবি, লুবধ ভ্রমরা,
ছুটিতেছে নিরবধি ॥
কিবা দন্ত ভাতি, মুকুতার পাঁতি,
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দুর, জিনিয়া অরুণ,
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥
শ্রীফল-যুগল, জিনি কুচযুগ,
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর, মণিময় হার,
উপমা কহিব কাহে ॥
কেশরী জিনি, কৃশ মাঝাখানি,
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ-কুম্ভ জিনি, নিতম্ব বলনি,
উরু করি-কর পারা ॥
চরণ-যুগল, জিনিয়া কমল,
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে, কাহে না ভুলব,
মদন মূরছা পায় ॥
কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী,
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্যফলে, বল বল সখা,
সে রামা পাইল সে ॥
চণ্ডীদাস বলে, ভেব না ভেব না,
ওহে শ্যাম গুণমণি।

তুমি সে তাহার, সরবস ধন,
তোমারি আছে সে ধনী ॥২৯

আশাবরী

রমণীর মণি, দেখিনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরী ঝলকে,
ধৈরযে ধৈরয যায় ॥
সই, চাহনি মোহিনী ঘোর।
মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর ॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলী চাপয়ে,
কর করছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিব হিয়া ॥
বদন চাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ,
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী থোয় ॥

দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি,
হাসিতে উগারে শশী।
পরাণপুতলী, হইনু পাগলী,
মরমে রহিল পশি॥
শূন্য যে হিয়া, রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ রয়॥৩০

তুড়ি

কনক-বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর॥
সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহিল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি, কনক-গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।

বহিয়া দুকুল, চরণের ফুল,
জলদ শোভিত ধার ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন জনে ॥৩১

বিভাষ

সেই কোন বিধি, আনি সুধানিধি,
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি,
মূরছি পড়লুঁ হামে ॥
কি আর বলিব আমি।
সে তিন আখর, কৈল জরজর,
হইল অন্তঃগামী ॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর,
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি বলি বুঝিতে না পারি,
শুনহ পরাণ-মিত ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাড়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচিবে জ্বালা ॥৩২

গোষ্ঠবিহার

কামোদ

ব্রজকুলবাল, রাজপথে আইল,
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ, ভায়া বলরাম,
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গেতে, তার কান্ধে হাত,
আরোপি নাগর-রায়।
হাসিতে হাসিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
এ দুই আখর গায়॥
এ কথা আনেতে, না পারে বুঝিতে,
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি, রাজপথে চলি,
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন, দিয়া প্রেমময়ী,
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলল,
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ মণ্ডল সুন্দর,
ব্যথিত হইল রাধা।
এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলেক না করে বাধা॥

কেমন যশোদা, মায়ের পরাণ,
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডীদাস কহে ইহা॥৩৩

ধানশী

কি আর বলিব মায়'।
কিছু দয়া নাই, তাহার হৃদয়ে,
এ কথা বলিব কায়॥
মায়ের পরাণ, এমন কঠিন,
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর, বিষম উত্তাপ,
প্রখর গগন-ভানু॥
বিপিনে বেকত, ফণী কত শত,
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণে, ছেদিয়া ভেদিবে,
মোর মনে ইহা ভায়॥
ননীর অধিক, শরীর কোমল,
বিষম রবির তাপে।
কি জানি অঙ্গ, গলিয়া পড়য়ে,
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা, নন্দ ঘোষ পিতা,
এ হেন সম্পদ্ ছাড়ি।

কেমনে হৃদয়, ধরিয়া রয়েছে,
এই মনে আমি ভরি ॥
ছারে খারে যাও, এ সব সম্পদ্,
অনলে পুড়িয়া যাক।
এ হেন নবীনে, বনে পাঠাইয়া,
পায় কত সুখ পাক ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুন বিনোদিনী,
সকল শপথ মানি।
যাহার কারণে, বনেতে গমন,
আমি সে কারণ জানি ॥৩৪

শ্রীরাগ

ঘন-শ্যাম, শরীর কেলিরস,
যমুনাক তীর বিহার বসি।
শ্রীদাম সুদাম, ভায়া বলরাম,
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী ॥
ঘন চন্দন ভাল, গলে ফুল মাল,
অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি।
লুকিছে পাচনি, বাজিছে কিঙ্কিণী,
পদনূপুর ঝুনুরুণু শুনি ॥
কত যন্ত্র সুতান, কলারস গান,
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পুরে, মৃগ পাখী ঝুরে,
পুলকে তরু পল্লব পুষ্পফলে ॥

কেহ রূপ চাহে, কেহ গুণ গায়ে,

কেহ প্রেমকে আনন্দে বোল কহে।

কহে চণ্ডীদাস, মনে অভিলাষ,

স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥৩৫

রাই রাখাল

ধানশী

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।

চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি ॥

বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।

রাখালের বেশে যাব হবিষ অন্তরে ॥

চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।

পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন ॥

চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।

নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি ॥৩৬

সুহই

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,

সুবলাদি যত সখা।

চল যাব বনে, নটবর সনে,

কাননে করিব দেখা ॥

পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,

বেণু লও কেহ করে।

হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল,
যাইব যমুনা-তীরে ॥
পর ফুল-মালা, সাজাহ অবলা,
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে ॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাস ভণে, দেখি গে নয়নে,
আমি তব সঙ্গে যাই ॥৩

ধানশী

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া ॥
সাজিল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি ॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু ॥
চণ্ডীদাসে বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী ॥৩৮

বরাড়ী

আনন্দিত হৈয়া সবে পূরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু ॥

চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখহ নয়নে।
হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখবাদ্য ক'রে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥৩৯

বিভাষ

গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটী,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ,
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শতদল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নামিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীত ধটী, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শব্দে ধায়।

চণ্ডীদাস ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায় ॥৪০

বিভষ

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলা আনন্দিত অঙ্গে ॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল ॥
কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর ॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিহ্বল ॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায় ॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যাম ধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি ॥৪১

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥৪২

শ্রীরাগ

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয় সুধি॥

সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥৪৩

সুইহ

হেদে গো সুন্দরি, প্রেমের আগরি,
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া,
কাঁদিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি, ফুকারি ফুকরি,
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি,
যাইলে জানিবে তুমি॥

প্রেম অমিয়া, বাঢ়াও উহারে,
তোমারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুলশীলে,
পূরাহ মনের সাধা ॥৪৪

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

বণিকিনী বেশে মিলন

সিন্ধুড়া

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী বর্ত্তন,
যতন করিয়া আনে ॥
কেশর যাবক, কস্তূরী দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা স্নুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আ'নল মুথাশিকড় ॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া ॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
"আইল দাসী যে তবে।"
"মোদের মহলে, আনি দেহ বলে,
"অনেক নিতে যে হবে ॥"

থালিতে ধরিয়া, আসিল লইয়া,
যেখানে নাগরা বসি।
"চুয়া সুচন্দন, করহ রচন,"
বেণ্যানী মনেতে খুসী।
"চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি॥"
আমলকী হাতে, দিল সে মাথে,
ঘষিতে লাগিল কেশ।
ঘষিতে ঘষিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়-পরে॥
পরশে নাগরী, হইয়া আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী-কোরে।
নিদ সে আইল, অতি সুখ হৈল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, "গেল যে বেলে,
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সংবরি,
কহে "কি লাগিবে মোরে॥"

বট (১) আনিবারে,　　কহিলা সখীরে,
　　শুনিয়া নাগররাজে।
কহে "না লইব,　　আর ধন নিব,
　　না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে,　　কি আছে মনে
　　শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে,　　নতুবা যাইবে,
　　থির হৈয়া কহ তুমি।"
বেণ্যানী কহয়ে,　　"হিয়ার ভিতরে,
　　বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া　　বাস উঘারিয়া,
　　সে ধন আমারে দেহ॥"
তখন নাগরী,　　বুঝিলা চাতুরী,
　　হাসিয়া আপন মনে
"গন্ধের বেতন,　　হইল এমন,
　　জীবন-যৌবন টানে॥
কর সমাধান,　　বুঝিলাম কান,
　　আর না বলিহ মোরে।
এতেক শুণে,　　মারহ পরাণে,
　　কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী,　　আশ যে করি,
　　মরহ আপন মনে।

---

(১) বট—কড়ি

কোথা বা হয়েছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখিয়ে কোন স্থানে ॥"
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে ॥
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সঁপে সে প্রাণে প্রাণে ॥৪৫

বাদিয়া-বেশে মিলন

বরাড়ী

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে ॥
বিষহরী (১) বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় খোব, সাপিনীর বাড়ে কোপ,
দম্ভ করি উঠে ধরি ফণা।
অঙ্গুলী নুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে?"

---

(১) বিষহরী—মনসা

"থাকি বনের ভিতরে, নাগদমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥"
"বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিতে চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা (১) পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে।"
বেদে কহে ধীরে ধীরে, "তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা লও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি-দারি নাহি করি, ভিক্ষা মাগি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে।
তোমা লঞা করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥৪৬

(১) তেনা—ছেঁড়া কানি।

চিকিৎসক-বেশে মিলন

ভাটিয়ারী

"গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি॥
শিরে শিরঃশূল, পিরীতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি॥
ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।"
এক জন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হলো মন।
বলে যে "যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥"
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইযা,
কহে এক সখী ধাই।

"মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই ॥"
এই বাড়ী হৈতে, আসিছি ত্বরিতে,
কহে "হেথা থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি ॥৪৭

ভাটিয়ারী

আপন বসন, ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবল্লক ছাঁদে, বসন পিঁধে,
রঙ্গে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড়-নিকর,
যতন করিয়া বাঁধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিৎসক সাজে
বসিয়া রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন,
বলে "রোগ যে ইহার আছে ॥"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলী মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরীতের জ্বরে, জ্বরেছে ইহারে,
পরাণ রয় কি না রয় ॥"

হাসিয়া নাগরী, উঠে অঙ্গ মোড়ি,
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইব সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত,
যদি সে সময় পেতেম ॥"
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
ঢিট নাগররাজ।
বাশুলী-নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ।৪৮

পসারী-বেশে মিলন

বালা ধানশী

গোকুল-নগরে, ইন্দ্র-পূজা করে,
দেখি আ[illegible] যত নারী।
নগর-ভিতর, মহা কলরব,
নাগর [illegible]সারী ॥
দোকান দাকান [illegible] মেলিল তখন,
দেখিয়া [illegible]গণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নি[illegible] যে ধন ॥

মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মনে, আনিনু যতনে,
তোমাদের অভিমত॥"
খন্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান-নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী,
"কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা-মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়'॥"
শুনি নারীগণ বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখেছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা॥"
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী-গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সুচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ॥

ফেরাফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর।"
সঘনে বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমত কাজ যে তোর।"
কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা॥
রজকী সঙ্গতি, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে॥৪২

বাজীকর-বেশে মিলন

তুড়ি

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চলিয়া,
ফিরয়ে করিয়া সঙ্গ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারা, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।

দুইটি গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপরে ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়া যে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল উগরে সকল
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়ে বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপরে চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজী মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥১•

———

কামোদ

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে "বেতন দাও।"
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
"সই বাজিকরে নিবে যে কি
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,"
বলে "আমারে জিজ্ঞাস কি॥
মনে ·ই করি, দেহ কুচগিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুদা॥"
সুন্দরীগণে, বুঝিল মনে,
ইহার গাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি, খেতের মিঠানি,
সকলি জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কাণা॥৫১

নাপিতিনী-বেশে মিলন

ধানশী

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে নিয়া দরপণী, খোলে নখরঞ্জনী,
বলে বৈস, দেই কামাই॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক-বাটি, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥
করে নখ-রঞ্জিনী, চাঁছয়ে নখের কুণী,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশপ্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥
নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলী বামা,
বুলাইছে মনের আকুতে
ঘষি ঘষি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষেতে॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"

দেখি সুবদনী কহে, "কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার ॥"
নাপিতিনী কহে "ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এ যে নাপিতিনী নয়,
কামাইয়া যাও নিজ ঘরে ॥৫২

সুহিনী

নাপিতিনী কহে, "শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই ॥"
"কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥"
"যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥"
শুনি সখী কহে রাইএর কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে ॥"
রাই কহে, "তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ॥"
সখী যাই তবে ডাকয়ে "আইস।
আসিয়া রাইএর নিকটে বৈস ॥"
আসি নাপিতিনী কহয়ে তায়।
"বেতন কেন না দাও আমায় ॥"
রাই কহে "কিবা হইবে তোর।"
সে কহে "বেতন নাহিক মোর ॥"

হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই॥
এমতে ধন যে করেছ কত ?"
সে কহে "ভুবনে আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি॥
পরশ-রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে, রসিক-রাজ॥৫৩

মালিনী-বেশে মিলন

সুহিনী

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক-রাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে॥

ত্বরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে "কত লইবে কড়ি?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
"এত ঢিটপনা আসিয়া ঘরে?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥৫৪

দেয়াশিনী-বেশে মিলন

সিন্ধুড়া

দেয়াশিনী বেশে, (১) মহলে প্রবেশে,
রাধিকায় দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কানেতে পরে॥
নাগর সাজি বাম করে ধরে।
পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥

---

(১) দেয়াশিনী—দেব-সেবাকারিণী

কহে "জয় দেবী, ব্রজপুর সেবি,
গোকুল-রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য-দায়িনী,
পূজ দেবী ভগবতী॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী-কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বলে "গোপ ভাল আছে।
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে॥"
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা,
পড়য়ে চরণ ধরি।
"আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি॥"
শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা-সম্মুখে কয়।
"বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী-পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥

দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী,
"সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্বপাবনী, জগৎ-তারিণী,
রাধা নাম ভানুসুতা॥"
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী-চুলে।
"আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
"এ কথা কহবি মোয়॥
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়॥"
"একটি শপথি, রাখহ যুবতি,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
"দেয়াশিনী, ঘর কোথা ?"
"আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা॥"

সঙ্কেতে বুঝিয়া, নয়ন ফিরিয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিনিল তখন,
শ্যাম নাগর চিটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সংবরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে॥৫৫

কাক-মাল্যবান্

ধানশী

হলধর ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখা করিয়া সঙ্গেতে॥
হেনকালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য বলে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে কার তুলে॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া।
পবন দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলীর ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে॥
সঙ্কেতে জানিয়া হেথা খুঁজে শ্যামরায়।
দেখিতে না পায় পুনঃ সাতালী খেলায়॥
হেথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পূরিল।
চন্দ্রা বেশ করি সেই মালা পরি এল॥

রাইকে দেখাতে তবে এল তার পাশ ॥
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস ॥৫৬

গ্রহ-বিপ্র-বেশে মিলন

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহ-বিপ্রবেশে যান ভানুর ভবন ॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে কার ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই-পাশে ভানু রাজপুরে ॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে ॥
বিপ্র কহে "ঘর মোর হস্তিনানগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর ॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে ॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য ॥
তোমাদের মনেতে যে আছে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥৫৭

তুড়ি

এক দিন বর, নাগর-শেখর,
কদম্বতরুর তলে।

বৃকভানুসুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনা জলে ॥
রসের শেখর, চতুর-নাগর,
উপনীত সেই পথে ।
শর পরশিয়া, বচনের ছলে
সঙ্কেত করল তাতে ॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে ।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে ।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে ॥৫৮

ধানশী

·ইতে জলে, কদম্বতলে,
ছলিতে গোপের নারী ।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠার ॥
মোহন মুরলী হাতে ।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে ॥

"যাও আন বাটে, গেলে এই ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখি কহে "নাহি, এই পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা ?"
হয় বোলাবুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি ! লাজে মরি মোরা ॥৫৯

সম্ভোগ-মিলন

ধানশী

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজোর (১) সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকসিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ ॥
তরুকুল ডাল ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায় ॥
নিধুবনে আছে, রতন-বেদিকা,
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা।

---

(১) উজ্জ্বল।

ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ কুটীর,
নিরমাণ শত শত ॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল, দেব-অগোচর,
কি কহিব তার আভা ॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর ॥৬০

কামোদ

রমণী-মোহন, বিলাসিতে মন,
হইলে মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজধনী ॥
মধুর মুরলী, পূরে বনমালী,
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান ॥

অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল, রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের আগেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস-রঙ্গ॥

কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়ে,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নিদ।
যেমন চোরাই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সিঁদ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারীগণে, দেখিয়া তখনে,
হাসিয়া নাগররায়।
রাস-বিলসন, করিল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥৬১

সুহই

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখীরে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলীধ্বনি এই।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিত ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥৬২

বেহাগ

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥

ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিলো॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ (১) কোন্ দেশে ছিল॥
কে বানাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥৬৩

---

(১) এমন।

কুঞ্জভঙ্গ

কামোদ

পদ উধ কাক (১)   কোকিলের ডাক,
জানাল রজনী শেষ।
তুরিতে নাগরী,   গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে,   ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ,   হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী,   শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরীবাদ।
জানিলে এখন,   হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে   শুন লো সুন্দরি,
তুমি বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন,   গুণের কারণ,
লখিতে নারিবে কেহু ॥৩৪

---

(১) দৈয়াল ঃ

ধানশী

প্রভাতকালের কাক, কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, গেল নিজ ঘর
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই, তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে, বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছে করে পরীবাদ।
ইহাতে এমন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে, মনের আহ্লাদে,
শুন হে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন ॥৬৫

রসোদ্গারানুরাগ

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার

সিন্ধুড়া

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস ।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস ॥
শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি,
পুন কি পাইব দেখা ॥
মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করিল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত ॥
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন হে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্দ ।
সে রাধা রমণী, রস-শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ ॥৬৬

শ্রীরাধার রসোদ্গার

ধানশী

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলুঢুলু অলসভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে কহ না দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥৬৭

সিন্ধুড়া

রাই আজু কেন হেন দেখি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু, ঘুমেতে আকুল,
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥
রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে,
বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া, কহ না আমারে,
মনের মরম সখি॥
এক কহিতে, আন কহিতেছ,
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে, কিবা রস-রঙ্গে,
সঙ্গ হয়েছে পারা॥

ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছ অঙ্গ,
সঘন নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া, কহ না কহসি,
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দুর, আধেক আছয়ে,
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙাড়িয়া, এমন করিয়া,
কেবা নিল এ সকল॥
চণ্ডীদাসে কয় যেবা সেই হয়,
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে,
কিবা কর আর লাজ॥৬৮

সুহই

কহে সুবদনী, শুন গো সজনি,
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি, কিবা দিবা-রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হ'লে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি॥
সহে নাক আর, করি অভিসার,
আমি হই বলরাম।

যশোদা-মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব নাগর কান ॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা রতনে,
সঁপিবে তোমার করে ॥৬৯

বিভাষ

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইল রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন-আসনে,
বসায় আদর করি ॥
রাই-মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাথা ॥
হাস-পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥৭০

ললিত

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল করমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে, (১)
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া কহিল,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত ঢিটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হয়ে, পরপতি লয়ে,
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচরে,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।

(১) ভ্রমে।

চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল-ভয়,
কানুর পিরীতি যার ॥৭১

ললিত

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি (১)
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি ॥৭২

বিভাষ

পরাণ-বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥

(১) আগুন।

চণ্ডীদাস

পিঙ্গল বরণ, বসনখানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটি বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ-পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তূরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥৭৩

গান্ধার

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়াছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
বলে, আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী॥
রাধা বিনোদিনী, তোমারে বলিতে কি।

দুই চারি দিন, আমিও ও কথা
কানে শুনিয়াছি ॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলা না কি একা।
শ্যামের সহিতে, কদম্বতলাতে,
হৈয়াছিল না কি দেখা ॥
সেই দিন হৈতে, সেই ত পথেতে,
করে না কি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তেঁই হৈল জানা-শুনা।
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তাসঙ্গে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥
এ কি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়, যে থাকে সদায়,
সাপে থাক্ তার বুকে ॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কালো কি গোরা ॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বউ।

নিরমল কুলে, এ কথা যে তুলে,
সে নারী গরল খাউ ॥
চিত দড় করি, থাক লো সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ু চণ্ডীদাস বলে ॥৭৪

সুহই

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে ॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি ॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
ননদী বলয়ে হেঁলো কি তোর হইল।
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল ॥৭৫

শ্রীরাগ

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল ॥

তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি ॥
তাহার প্রেমের, বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি ॥৭৬

সিন্ধুড়া

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনী সব পরমাণ ॥৭৭

সিন্ধুড়া

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥

পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধার পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥৭৮

মল্লার

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে॥

আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥৭৯

বিভাষ

একলি মন্দিরে, আছিল সুন্দরী,
কোরহি শ্যামরচন্দ। (১)
তবহুঁ তাহার পরশ না ভেল,
এ বড়ি মরম ধন্দ ॥
সজনি, পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি ॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলি,
বুঝি না করিলি কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি, বসতি বিষয়,
তেজিয়া দেওলি ভঙ্গ।

---

(১) কোলে শ্যামচাঁদ।

চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥৮০

সওয়ায়ী

নিতুই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়য়,
পরিণামে নাহি থায় ॥
সখি হে অদ্ভুত দুহুঁক প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি করিল হেম ॥
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
খোনে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত ॥৮১

সুহই

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥

দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥৮২

সুহই

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥৮৩

প্রেমবৈচিত্ত্য

শ্রীরাগ

সই, পিরীতি আখর তিন।

জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,

না জানিয়ে রাতি দিন ॥

পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,

পিরীতি কেমন রীত।

রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,

কেবা করে পরতীত ॥

পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,

নাহিক তাহার মূল।

বঁধুর পিরীতে, আপনা বেচিনু,

নিছি দিনু জাতি কুল ॥

সে রূপ-সায়রে, নয়ন ডুবিল,

সে গুণে বাঁধিল হিয়া।

সে সব চরিতে, ডুবিল যে চিতে,

নিবারিব কিবা দিয়া ॥

খাইতে খাইছি, শুইতে শুইছি,

আছিতে আছিয়ে ঘরে।

চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,

অনল দিয়ে দুয়ারে ॥৮৪

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়তম নিকটে থাকিয়াও বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে প্রেমের উৎকর্ষতা, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য কহে।

ধানশী

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে, শুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিল॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হইল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবোধ মূঢ় যে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
পরচরচায় থাকে॥৮৫

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল,
রসের সাগর-মাঝে।

চণ্ডীদাস

প্রেম-পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী,
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ ॥
সই, একথা বুঝিবে কে ॥
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিয়ে দে ॥
ধরম করম, লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন লো সুন্দরি,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার ৮৬

শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরা ত না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে ॥

চণ্ডীদাস

পিরীতি বলিয়া, এ তিন [illegible],

না জানি আছিল কোথা।

পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফু[illegible]

পরাণপুতলি যথা॥

পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,

দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।

বিষম অনল, নিবাইলে নহে,

হিয়ায় রহিল শেল॥

চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,

পিরীতি না কহে কথা।

পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,

পিরীতি মিলয়ে তথা॥৮৭

সুহিনী

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,

ভুবনে আনিল কে।

মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু,

তিতায় তিতিল দে॥

সই, এ কথা কহিব কারে।

হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,

কখন্ কি জানি করে॥

পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি,

তাহার নাহিক শেষ।

পুন নিদারুণ, শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পিরীতি, আরতি বাঢ়াঞা,
মরণ অধিক বাজে।
লোক চরচায়, কুল রাখা দায়,
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে, তনু জরজর,
পাগলী হইয়া গেনু ॥
এমতি পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥৮৮

শ্রীরাগ

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর.
প্রাণ করে টলমল ॥

গুরুজন জ্বালা; জলের শেহালা,
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই॥৮৯

ধানশী

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে ব'লে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে ব'লে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কিসের লাগিয়া যেন।

দরশন আসে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন ॥
বল না কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিও আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥৯০

শ্রীরাগ

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু নহিল, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাঢ়ানু তাতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে ॥

উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া,
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ৯১

শ্রীরাগ

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে, মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময়॥
সই, কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে, করি অনুরাগে,
কেমনে গঠিল দে॥ ধ্রু॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিলেক ঘুণে,
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল॥
এমত অকাজ, করে কোন্ রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।

কুলের ধরমে, ত্যজিনু সরমে,
এমতি হউক তারা
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে ॥২

শ্রীরাগ

আপনা খাইনু, সোনা যে কিনিনু,
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোনা সে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ॥
সই, মদন সোনারে না চিনে সোনা।
সোনা সে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা॥ ধ্রু॥
পরিতে আসিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে॥

অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে,
বিধি করে অনুবাদ ॥
চণ্ডীদাসে কয়, বাশুলী-কৃপায়,
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায় ॥৯৩

শ্রীরাগ

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই, কে বলে পিরীতি হারা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা ফিরা ॥ ধ্রু ॥
পরশ-পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে।

এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে ॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত ॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
সুখ যে পাইব কোথা ৯৬

শ্রীরাগ

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গেতে যাইবে,
কি না করিব বিধানে ॥
সই, জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতিকুলশীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু ॥
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালায় উকি ॥

সরোবর-মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন, বাশুলী-চরণ,
আদেশে রজকনারী।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি'৯৫

ধানশী

আমরা সরল পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি, বিছুরিনু পতি,
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই, দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল, পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীতি রীতি॥ ধ্রু॥
মাটী খোদাইয়া, থাল বানাইয়া,
উপরে দেওল চাপ।

আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া,
এমন করয়ে পাপ ॥
নৌকাতে চড়াঞা, দরিয়াতে লৈঞা,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে ॥
এমতি করিয়া, পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়,
তুমি সে ভাবহ তারে ॥৯৬

সুহিনী

শুন সহচরী, না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি, কানুর পিরীতি,
কোথায় তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে, টিকে কোন্ স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে, পারাপার করে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহাব বা।
নয়নে শ্রবণে, বচনে ত্যজিব,
সোঙরি তাহার পা ॥

সখী কহে সার, দেখি নিরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরি, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গ।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি-নগরে, বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি-বাস॥৯৭

শ্রীরাগ

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই, মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ-মস্তক চুল।

না শুনি না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল ॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মূল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না নয়,
ঐছন কানুর লেহ ॥৯৮

———

শ্রীরাগ

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল,
সাধিনু মরণ নিজ ॥
সই, প্রেম-তরু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিচিতে জনম গেল ॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে ॥

অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি,
জানিনু পুণ্যের বলে ॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিব দেহা ॥৯৯

বাসক সজ্জা

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতী যূথী,
সাজাইছে থরে থরে ॥
আজ রচয়ে বাসক-শেজ।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, কারণ আলিস,
প্রতি ফুলে ফুলশর ॥

শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয় পবন বায়॥
উজোরল রাতি, মণিময় বাতি,
কর্পূর তাম্বূল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
শয়ন করল গোরী॥১০০

বিপ্রলব্ধা

ধানশী

বঁধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে ন মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে,
মিলিব বঁধুর সনে।

পথপানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে ॥১০১

শ্রীরাগ

দ্বারের আগে, ফুলের বাগ,
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাইতে খাইতে, ভ্রমর মাতল,
বিরহ জ্বালাতে মৈনু ॥
জাতী রুইনু, যূথী রুইনু,
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে, নিদ নাহি আসে,
পুরুষ নিঠুর জাতি ॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা তেয়াগিয়া,
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তাই, কাঁটা ভুকে গায়,
রসিক নাগর বিনে ॥
রতন-মন্দিরে, সখীর সহিতে,
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
যেন দরিদ্রের হেম ॥১০২

ধানশী

দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধুপথপানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখ লো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসা গে যমুনাজলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরা, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বূল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।

ললাটের সিন্দূর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর-রেখা ॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুররাজে ॥১০৩

সুহিনী

সে যে বৃকভানু— সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা ॥
সজল- নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাঞা ॥
ফুল শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া ॥
উজোর চাঁদানি রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি ॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস ১০৪

খণ্ডিতা

শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর উক্তি

(চন্দ্রাবলীর উক্তি)

কামোদ

এই পথে নিতি, কর গতায়তি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু হে! ছাড়িয়া না।হক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ, করিয়া যতন,
লয়ে চল নিকেতনে।
আজিকার নিশি রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
বাধা-ভয়ে হরি, কাঁপে থরহরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥১০৫

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

শ্রীরাগ

চন্দ্রাবলী ছাড়ি দেহ মোরে।

শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে ॥
কালি আসি হাম, পুরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী-নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি,
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে ॥
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর-মাঝে।
চণ্ডীদাসে কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে ॥১০৬

(চন্দ্রাবলীর উক্তি)

বিহাগড়া

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী ॥

বঁধু হে, তুমি ত রাধার নাথ ।
তব ভারিভুরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাধ ॥
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে ।
রসিক নাগর, হইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
হেথা সুবদনী, সখী সঙে বাণী,
কহয়ে কাতর ভাষে ।
নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥১০৭

ধানশী

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম-শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম ।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
আসিল রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াল রাইয়ের আগে ।
দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে ।

ভয়ে সে ভুরুর, ভঙ্গিমা দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে ॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি ॥১০৮

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

ললিত

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
শুন প্রাণ বঁধু তোমায় বলি হারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা ॥
খর নখ দংশনে অঙ্গ জরজর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী কোঁচার বলনী।
রমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে ॥
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥১০৯

রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে দুন আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
ভাল জানে বৃকভানুসুতা ॥১১২

———

রামকেলি

এস এস বঁধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভাল ত সুখেতে ছিলে ॥
নয়ানে কাজর, কপালে সিন্দুর,
ক্ষত বিক্ষত যে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।
এমন কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতিচিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥

এ মিনতি রাখ, ঐ খানেতে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
না করিবে পরশ॥
লোকমুখে কত, শুনিলাম যত,
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাগর দয়াময়,
এ ত দয়ার স্বভাব॥:১৩

ললিত

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের নগর-ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥১১৪

ললিত

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥১১৫

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

রামকেলি

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনী॥

পরে পরীবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে ॥১১৬

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

রাযকেলি

ভাল ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা।
চোরের মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী ॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাথর চাপাঞা পিঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে ॥
আর না দেখিব, ও কালা মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি তথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে ॥

কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলি আছে ॥১১৭

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ধানশী

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা-নিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু-বিন্দু দেখিয়ে সিন্দুর-বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥১১৮

ধানশী

ললিতা কহয়ে শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥

শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়॥১১৯

ধানশী

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে॥
হিমকর হেরি মূরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব॥
এতেক কহিতে মিলল রাই।
চণ্ডীদাস তবে জীবন পাই॥১২০

মান

ভাটিয়ারী

রামা হে কি আর বলিব আন।

তোহারি চরণে, শরণ সো হরি,
অবহুঁ না মিটে মান॥

গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি,
যে কৈল গোকুল পার।

বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কণ,
মানয়ে গুরুয়া ভার।

কালীয় দমন, করল যেমন,
চরণ-যুগলবরে।

এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল,
হৃদয়ে না ধরে হারে॥

সহজে চাতক, না ছাড়য়ে প্রীতি,
না বৈসে নদীর তীরে।

নব জলধর, বরিষণ বিন্দু,
না পিয়ে তাহার নীরে॥

যদি দৈবদোষে, অধিক পিয়াসে,
পিবয়ে হেরিয়ে থোর॥

তবহু তাহারি নাম সোঙরিয়া,
গলয়ে শতগুণ লোর॥

চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
কি আর করহুঁ মান।

তুহুঁ অনুগত, শ্যাম মরকত,
তো বিনু ভাবে না আন ॥১২১

সুহই

শুন লো	রাজার	ঝি।
লোকে না	বলিবে	কি ॥
মিছই	করসি	মান।
তো বিনু	জাগল	কান ॥
আনত	সঙ্কেত	করি।
তাহা	জাগাইলা	হরি ॥
উলটি	করসি	মান।
বড়ু	চণ্ডীদাস	গান ॥১২২

বিভাষ

উহার নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
মনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহার কাজ।
এখন উহার অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে
উহার সনে লেহ করে তনু হইল শেষে ॥১২৩

ধানশী

আসিয়া নাগর, সম্মুখে দাঁড়াইল,
গলে পীতবাস লৈয়া।
সে চাঁদ-বদনে, ফিরি না চাহিলি,
তো বড়ি নিঠুর মায়্যা॥
সে শ্যাম নাগর, জগত-দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া, মোরে না কহিয়া,
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে॥
মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবা আর কিসে।
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১২৪

———

কলহান্তরিতা

ধানশী

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর-শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়াণ॥
তপ বরত কত, করি দিন-যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া॥১২৫

ধানশী

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ॥
কহইতে সকল সংবাদ।
গদগদ করই বিষাদ॥

চল চল নাগর রস-শিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী ॥
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক হৃদয় ॥১২৬

শ্রীরাগ

আসি সহচরী, কহে ধীরি ধীরি,
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে, ঘুচালাম মানে,
ধরিয়া রাইয়ের পায় ॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এখনি রোষ ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সে হেন নাগর, হইয়া কাতর,
দাঁড়াল রাইয়ের পাশ ॥
রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে, আনন্দ বাড়িল,
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥১২৭

ধানশী

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্নবদনে কয়।
আমি ত কেবল, তোদের অধীন,
যা বল শুনিতে হয় ॥
সখি, তোরা মোর কর এই হিতে।
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভালমতে ॥
পুন যদি আর, এমত ব্যভার,
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি, শ্রবণ-গোচরে,
না করিব এ জনমে ॥
এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি,
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনী, জনমে জনমে,
আমি আছি প্রেমে ঋণী।
এত শুনি গৌরী, দু বাহু পসারি,
বঁধুয়া করিল কোলে।
এইখানে হয়, রসামৃতময়,
চণ্ডীদাস ইহা বলে ॥১২৮

ধানশী

ছি ছি মানের লাগিয়া, শ্যাম বঁধুরে,
হারায়েছিলাম।

শ্যামল সুন্দর, মধুর মুরতি,
পরশে শীতল হইলাম ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে (১) আন কুতুহলে,
ভুঞ্জাও ওদন (২) দধি ।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি ॥
নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়ার সুখ ।
কহে চণ্ডীদাস, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ ॥১২৯

সুহই

ছি ছি দারুণ, মানের লাগিয়া,
বঁধুরে হারায়েছিলাম ।
শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম ॥
সই, জুড়াইল মোর হিয়া ।
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাঞা ॥

---

১) "বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল ।
তার মধ্যে বিশেষত শ্রীমধুমঙ্গল ॥
শ্রীকৃষ্ণ থাকেন যবে প্রিয়গণ সনে ।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্ম সখীগণে ॥ ভক্তমাল ।

(২) অন্ন ।

তোরা সখীগণ, করাহ সিনান,
আনিয়া যমুনা-নীরে।
আমার বঁধুর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে,
আমারে সদয় বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর,
এমত উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ, শতেক মানয়ে,
ইথে কি পরাণ রয়॥১৩০

শ্রীরাগ

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ,
আনল যমুনা বারি।
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গৌরী।
ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরায়ল পীতবাস॥
পরিয়া বসন, হরষিত মন,
বসিলা রাইক পাশ॥
রাই বিনোদিনী, তেড়ছ চাহনি,
হানল বঁধুর চিতে।

নাগর সুন্দর, প্রেমে গরগর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে, না পায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥১৩১

বসন্ত

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ, শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার ॥
তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন্ ঐছে জগমাহ। (১)
তোহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব,
কৈছন রস নিরবাহ ॥
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগল,
উলসিত দুহুঁ দোঁহা হেরি ॥
পুন সব জন মেলি, করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারী করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস, আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে ॥১৩২

(১) জগতের মধ্যে।

নাপিতিনী বেশে মানভঞ্জন

ধানশী

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর ;
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী ॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন ॥
কি লাগিয়ে ধূলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই ॥
চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে ॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী ;
নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী ॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে ॥১৩৩

অনুরাগ

নায়ক সম্বোধনে

ধানশী

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরীবাদে ॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী ॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর, তোমায় পাড়ে গালি ॥
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥১৩৪

সিন্ধুড়া

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধীনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।

এত পরমাদে প্রাণ: না যায় তবু ত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বঁধু তোর নহে অকরুণ ॥১৩৫

ধানশী

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মুঞি ত অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি ॥
পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু,
বিষেতে জারিল দে ॥

নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপর ঢেউ।
তাহার উপরে, রসিক বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
তবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥১৩৬

পঠমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি ॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল ॥
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি ॥১৩৭

সুহই

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেহলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥১৩৮

তুড়ি

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়॥১৩৯

সুহই

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছে কাজে দগদগি হইনু॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনোদুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
যায়ে না মরিয়ে বঁধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥১৪০

শ্রীরাগ

সকলি আমার দোষ, হে বঁধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, করেছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে॥

সে যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে, এমন পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে॥১৪১

কামোদ

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগতমাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥
লোকমুখে জানিনু, সখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুঃখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর।

গগন-ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর ॥
পিরীতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেন পিরীতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥১৪২

ভাটিয়ারি

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর-রীতি।
আমি ত দুঃখিনী, কুলকলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীতি ॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত ॥
অনেক সাধের, পিরীতি বঁধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয় ॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুন বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষম, হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহ ॥১৪৩

সখী সম্বোধনে

তুড়ি

কানড়া কুসুম জিনি, কালিয়া বরণখানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতিকুলশীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥
সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ান-কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিন অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥১৪৪

শ্রীরাগ

সজনি লো সই।

ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥

শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি,

সরবস হরি লৈল।

হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,

কেন বা এমতি কৈল॥

খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,

বধির করিল বাঁশী।

সব পরিহরি, করিল বাউরী,

মানয়ে যেমন দাসী॥

কুলের করম, ধৈরয ধরম

সরম মরম ফাঁসী।

চণ্ডীদাস ভণে এই সে কারণে,

কানুর সরবস বাঁশী॥১৪৫

সুহই

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।

ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥

কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।

পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥

হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।

গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥

সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥১৪৬

ধানশী

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে॥
সই, জীবন মন লয় বাঁশী।
পিরীতি আঠা, ননদী কাঁটা,
পড়সী হইল ফাঁসী॥
বৃন্দাবন-মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি সে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি॥
গাছের ডালে, লাগায় কাঁটা,
তাক করে এক দিঠে।

জড়াল আঠা, লাগয়ে কাঁটা,
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমেতে, ধড়ফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাখায় খোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥১৪৭

তুড়ি

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কানে।
যমুনা পবন, স্থগিত গমন,
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন-বাণে ॥

কুলবতী-কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে ॥১৪৮

ধানশী

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি ॥
সখি হে, বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥
মুরলী সরল হয়ে, বাকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, সঙ্গদোষে কি না হয়,
রাহু-মুখে শশী মসী লাভ ॥১৪৯

ধানশী

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে ॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥

হারে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥১৫০

সিন্ধুড়া

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হইলাম দাসী।
গোকুল নগরে, কেবা কিনা করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে, লোক-চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে॥

তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন-মরণের সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন অঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল-কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনমকালে॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন কৈলে॥১৫১

সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালমাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে আশ॥১৫২

তুড়ি

আগুনি জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, আপনি মরিব,
নতুবা লউক শমন॥
সই, জ্বালহ অনল চিতায়।
সীমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ যে সঁাথায়॥ ধ্রু
তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের মত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে, বিরহ বেদনা,
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তবে যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ-বেদন, না জানে আপন,
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে, পর-দরদের,
দরদী হইলে হয়॥১৫৩

ধানশী

সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হৈল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কানে।
সবার আগে, বিদায় লইয়া,
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥১৫৪

সুহই

কাল-জল ঢালি সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পারি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥

মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
কুটিল সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥১৫৫

বরাড়ী

কানড়া কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কানাকানি শুনি এই কথা॥
সই, লোকে বলে কালা পরীবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা-সিনানে যাই, আঁমি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা॥১৫৬

তুড়ি

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো॥
খাইতে বসিয়ে যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশপানে চাহি যদি নয়ান কেনে ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥১৫৭

সুহই

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুঃখ পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে না জীয়ে তিলেক॥১৫৮

শ্রীরাগ

কানু পরীবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন-বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটি বাড়িল,
এ দুখ কহিব কাকে॥
অন্য ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন্ কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রয়েছে শুয়া॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি
কেবল দুঃখের ঘর॥১৫৯

ধানশী

সখী রে, মনের বেদনা কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতি, ঝুরি দিবা রাতি,
সদাই চমকে চিত॥

কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥১৬০

ধানশী

আগে সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি,
পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া,
পরাণ পিরীতি সাখী॥
পিরীতি আখর, জপি নিরন্তর,
এক পণ তার মূল।

শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিছিয়া দিলাম কুল ॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি,
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে,
পিরীতি পাইবা তত ॥১৬১

তুড়ি

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি কহিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত ॥১৬২

ধানশী

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা ॥
সই, ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥

যে দিন যেখানে, যে সব পিরীতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হৈয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা;
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥১৬৩

সিন্ধুড়া

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপলাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে॥
সই অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা-নিশি॥
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিধি মোরে হৈল অনুকূলে॥
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥

চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥১৬৪

দাসপাড়িয়া

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো।
কার সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবু ত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো ॥
তার সনে মোর দেখা নাহি রটে মিছে কথা গো।
দেখা হইলে কইত যদি তার বোলে সইত গো ॥
মিছা কথা কহিয়া পরের মন ভারি করে গো।
পরকুচ্ছা অধর্ম্ম কিনা কেমন ক'রে রহে গো ॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো।
হয় কি না হয় মনে আপনি বুঝে দেখ গো ॥১৬৫

তুড়ি

সুজন কুজন, যে জন না জানে,
তাহারে বলিব কি।
অন্তর-বেদনা, যে জন জানয়ে,
পরাণ কাটিয়ে দি।
সই, কহিতে যে বাসি ডর।
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
সে কেন বাসয়ে পর ॥

কানুর পিরীতি, বলিতে বলিতে,
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের, করাত যেমতি,
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোনার গাগরী, যেন বিষ ভরি,
দুধেতে পুরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া, যে জন না খায়,
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাস কয়, শুনহ সুন্দরি,
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বঁধু সনে, করিয়া পিরীতি,
কেবা কোথা ভাল আছে॥১৬৬

সিন্ধুড়া

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পাইনু॥
কি হইল কলঙ্ক রঙ্গ শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈনু খাইয়া আপন মাথা॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ॥
আর না করিব পাপ পিরীতের লেহা।
পোড়া করি সমান করিনু নিজ দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা ॥১৬৭

তুড়ি

এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু ॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥
লোকমাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥১৬৮

সিন্ধুড়া

এ দেশে বসতি নৈলে যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে ॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহিল হিয়ায় ॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী-বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে ॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥১৬৯

সিন্ধুড়া

সই, এ কি সহে পরাণে।

কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,

শুনিলা আপন কানে॥

পরের কথায়, এত কথা কহে,

ইহাতে করিব কি।

কানু পরীবাদে, ভুবন ভরিল,

বৃথায় জীবন জী॥

কানুরে পাইতে, এ সব কহিত,

তবে বা সে বোলে ভাল।

মিছা পরীবাদে, বাদিনী হইয়া,

জরজর প্রাণ হৈল॥

কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া,

এ দুখে করিবে পার।

চণ্ডীদাস কহে, ধৈর্য্য ধরি রহ,

কে কিবা করিবে কার॥১৭০

শ্রীরাগ

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি,

এমনি করিবে ধাতা।

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,

না শুনি পিরীতি কথা॥

সই, যে বল সে বল মোরে।

শপতি করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,

না রব এ পাপ ঘরে॥

গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরা হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে এ পাপ ছুটে॥১৭১

সুহই

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন-জ্বালা।
কত না সহিব দুখ পরাধীনী বালা॥
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে পশাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥১৭২

সিন্ধুড়া

গোকুল নগরে, আমার বঁধুরে,
সবাই ভালবাসে।
হাম অভাগিনী, আপন বলিলে,
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই কি জানি কি হৈল মোরে।
আপন বলিয়া, দুকুল চাহিয়া,
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী, হাম্ অভাগিনী,
নহিল দোসর জনা।
রসিক নাগর, গুরু জনা বৈরী,
এ বড় মূরখপণা॥
বিধির বিধান, এমন করল,
বুঝিনু করমদোষে।
আগে পাছে বুঝি, না কৈলে সমঝি,
কহে চণ্ডীদাসে॥১৭৩

গান্ধার

পিরীতি লাগিয়া হাম্ সব তেয়াগিনু।
তবু ত শ্যামের সঙ্গে গোঙাতে নারিনু॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে পরে বাহিরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহাল রাতি॥

চল চল আর দেখি ওঝা বাড়ী যাও।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি দাও॥
পিরীতি মরমে করি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥১৭৪

পঠমঞ্জরী

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলিয়ে সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়ে মরি॥
সতী সাথে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সেই সমাধান ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥১৭৫

সিন্ধুড়া

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥

কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥১৭৬

শ্রীরাগ

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটি নয়ন তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণপুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥

ঘরে গুরুজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল-তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক-পাড়া।
চণ্ডীদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥১৭৭

ধানশী

কে আছে বুঝিয়া, শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পিরীতি, না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া, কেন বা বলিলে,
এমত করিল কেনে।
এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে॥
সই, এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল॥
মোরা অভিমানী, দিবস-রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।

কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক,
তবু যে না পানু হরি ॥
পুরুষ পরশ, হইল দুরস,
বিছুরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, না পাই সোয়াতি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥
চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি, পাষাণে লেখতি,
মুছিলেও নাহি ঘুচে ॥১৭৮

———

ধানশী

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে ॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয় ॥

আপনা আপনি, মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী,
দিয়া পর-মনে দুখে॥১০৯

গান্ধার

দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
এমত সাধের, বঁধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিল কে।

হৃদি সাঁদতি, · আমার যেমতি,
তেমতি পুড়ুক সে ॥
কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাস,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে ॥১৮০

ধানশী

সই, তাহারে বলিব কি।
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী ॥
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে লেহ ॥
বিনি যে পরখি, রূপ যে দরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে ॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিয়া হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে ॥

আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতুঁ,
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহে, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥১৮১

ধানশী

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগৎময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই, জানি কি হইবে মোর।
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর॥
সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরুজনা-কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে,
কহিতে না পারি কথা।

অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত ॥১৮২

শ্রীরাগ

সই, মরম কহিয়ে তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে ॥
পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব,
এ ছুটি নয়ান-কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কানে ॥
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে ॥
পিরীতি পাবক, পরশ করিয়া,
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরিতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥১৮৩

ধানশী

শুন শুন সই কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥
দোসর ধাতা পিরীতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥১৮৪

শ্রীরাগ

ও সই, আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিব,
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ অবশ,
তেজিব নিকুঞ্জ-বাস।

পিরীতি বেঁয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভাল জানে চণ্ডীদাস ॥১৮৫

পঠমঞ্জরী

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা ॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি ॥১৮৬

সিন্ধুড়া

এ দেশে না রব সই দুরদেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিলে সে ॥

পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি॥১৮৭

শ্রীরাগ

সুখের লাগিয়া, (১) এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগী করম দোষে॥

---

(১) এই পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীতি,
মরমে বহল শেল ॥১৮৮

শ্রীরাগ

যাবত জনমে, কি হৈল মরমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমনে হইবে ভাল ॥
সই, বলনা উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নারি আর চিতে,
মরম কহিনু তোরে ॥
ননদী-বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল ॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিব তাহার শোকে ॥১৮৯

সুহই

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডুরি॥
তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী-কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥১৯০

শ্রীরাগ

শুন গো মরম-সই!
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সূতিকা-মন্দিরঘরে॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই ছিল কি কপালে।

করিয়া সাধনা, পেলেম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি,
বসান যতন ক'রে।
হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়ে,
বঁধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর-মুখ ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাড়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে ॥
সুজন যে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥১৯১

শ্রীরাগ

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক দুখ ॥
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ-মুখ ॥

সই, বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী,
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ॥১৯২

———

সিন্ধুড়া

সখি, কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল,
পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম, গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে॥
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিত, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা॥

স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো,
বুকে খেয়েছি ঘা ॥
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা ॥
পিরীতি রতন, করিব যতন,
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার, নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার ॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥১৯৩

মল্লার

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা ॥
কে বলে পিরীতি, ভাল গো সখি,
কে বলে পিরীতি ভাল।
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোনার বরণ কাল ॥
সোনার গাগরী বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।

করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে ॥
নীর-লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বঁড়শী লাগিল মুখে ॥
নবঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ, বহল পবন,
কুলিশ মিলল শেষে ॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥১৯৪

কামোদ

সই, বড়ই প্রমাদ দেখি।
কানুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিরবধি ঝুরে আঁখি ॥
কাহারে কহিব, মনের আগুন,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর, বাতুল হইলে,
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে ॥

কিসে নিবারিব, নিবারিতে নারি,
বিষম হইল লেটা।
হেন মনে করি, উচ্চস্বরে কাঁদি,
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া নিভৃতে, বসি একভিতে,
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে বসিয়া, ঝুরিতে ঝুরিতে,
কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া, জলে যত মীন,
যেমন তরাসে কাঁপে।
আমার তেমতি, ঘরের বসতি,
গরজি গরজি ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন, বলে কুবচন,
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া, এতেক সহিব,
সে রহে ধৈরয ধরি॥
চণ্ডীদাসে বলে, শুন বিনোদিনি,
সকলি শপথ মানি।
তুমি সে কালার, কালিয়া তোমার,
জগতে সবাই জানি॥১৯৫

কানাড়া

সই, পশিল বিষম বাঁশী।

বাহির করিতে, যতন করিয়ে,

মরমে রহিল পশি॥

তেরছ নয়ানে, বাণের সন্ধানে,

না বাজে এমনি নয়।

বাজিলে অন্তরে, আকুল করয়ে,

যতনে পরাণ রয়॥

নাহি দিবানিশি, যেমন করিছে,

এ কথা কহিব কায়।

মনের আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ,

কে না পরতীত যায়॥

আন্দুয়া পুকুরে, যেন মীন থাকে,

ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।

তেন আছি হাম, এ ঘর করণে,

গুরুজন যত বলে॥

ক্ষুরের উপরে, রাধার বসতি,

নড়িতে কাটয়ে দেহ।

আমার দুঃখের, আবার বিচার,

এ কথা বুঝিবে কেহ॥

বণিক জনার, করাত যেমন,

দুদিক্ কাটিয়া যায়।

তেমন আমার, গুরুজনা কাটে,

দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥১৯৬

আত্মপ্রতি

ধানশী

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনমে স্বপনে,
না দেখি নয়নকোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস-রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হায় অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥১৯৭

গান্ধার

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥

না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে ॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি ॥
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই ॥১৯৮

সুহই

ধরম-করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত ॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ॥
বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে।
হেন মনে করি বিষ খাইয়া মরিতে ॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানুপরীবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে ॥
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে ॥
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে ॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির ১৯৯

তুড়ি

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।

শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে যে আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥২০০

ধানশী

সেই হৈতে মোর মন, নাহি হয় সংবরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি।
একলা মন্দিরে থাকি, কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা, সে কেমনে জানে আমা,
কোন্ ধনি কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল, দেখিয়া অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি, কানু সে পরশমণি,
ঠেকি গেলা মোহনিয়া ফান্দে॥২০১

গান্ধার

জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।

অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব ॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু দেঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরীবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু ॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে, পরমুখে যেবা শুনে,
তেঞি ত অনলে পুড়ি মরে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি অনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥২০২

ধানশী

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম-বেদনা,
সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি ॥

সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥২০৩

সুহই

আনিয়া অমিঞা পানা দুধ মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
জলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে ॥২০৪

পঠমঞ্জরী

এক কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥

আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল মনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥২০৫

সুহই

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।
বুঝিনু পিরীতের হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষ এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥২০৬

শ্রীরাগ

যাহার সহিত, যাহার পিরীতি,
সেই সে মরম জানে।
লোক-চরচার, ফিরিয়া না চায়,
সদাই অন্তরে টানে॥

গৃহকর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিবে কে।
মরণ সমান, করে অপমান,
বঁধুর কারণ সে।
কাহারে কহিব, . কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরমদুখ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ॥২০৭

গান্ধার

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল-তাপে পাষাণ সে গলে।
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাবনে।
জলিয়া উঠয়ে তনু লতা-পাতা সনে॥

যমুনার জলে যদি দিই হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জানে ॥
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে ॥২৮

শ্রীরাগ

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের অনলে মৈনু ॥
মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি-রসে।
আর কেহ যেন, এ রসে ভুলে না,
ঠেকিলে জানিবে শেষে ॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে ॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে ॥২৯

সুহই

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকানে নাহি শুনি ॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে ॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া দিয়াছি তারে কুল শীল জাতি ॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে চায় ॥২১০

সিন্ধুড়া

এমত ব্যভার, না জানি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেন না রাখিল,
বেকত করিল কেনে ॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি করিলে,
এমতি সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।

হয় দুখ-ভাগী, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে ॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদনা,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে ॥ ১২২

গান্ধার

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে।
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কান।
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম-কথা কারে নাহি পুছ ॥১২৩

শ্রীরাগ

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী ॥

ধিক্ রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পরপুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনে মুই ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥২১৩

বিহাগড়া

ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিল রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার তাই দেখা॥
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা॥
ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাবো দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২১৪

শ্রীরাগ

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥

এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২১৫

ধানশী

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হৈতে মোর, তনু জরজর,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বঁধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুল কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়ে,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।

কুলবতী হয়ে পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে ॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে ॥
চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজনারী।
পিরীতি ঝুলিটি, কান্ধেতে করিয়া,
পিরীতি নগরে ফিরি ॥২১৬

শ্রীরাগ

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি-অনলে পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে ॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘুরুণি নিকট,
লটপট তার বেশ ॥
নয়ানের কোণে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥২১৭

সিন্ধুড়া

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে॥২১৮

বরাড়ী

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত, তবে কেন হব রত,
না করিতুঁ হেন সব কাজ।

ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগত ভরিয়া রৈল লাজ ॥
যখন পিরীতি কৈল, আন চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে ॥
পিরীতি আখর তিন, যাহার হৃদয়ে চিন,
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস, যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয় ॥২১৯

শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবনে কয়
পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে,
কেবল গরলময় ॥
পিরীতের কথা, শুনব যে যেথা,
তথাকে নাহক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিবে স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥২২০

তিওট, বিহাগড়া

বিধর বিধানে হাম অনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ-বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুলনগরে।
কে না বঁধুরে দে'খে বুক ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥২২১

শ্রীরাগ

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা।
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা॥
চিত্ত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী-বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়॥

বাশুলী-আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত।২২২

ধানশী

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীতি।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীতি॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২২৩

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি।"
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল "রী॥"
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল "তি।"
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥২২৪

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।

বিরিখের ফল, নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ ।২২৫

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
বিদিত ভুবন-মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
কি তার কুল ভয় লাজে ॥
বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে ॥

তুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল শশি।"
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর ॥২২৬

শ্রীরাগ

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর ॥
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনে সকল পর ॥
পিরীতি দ্বারের, কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে, সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব,
পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি বালিশে, আলিস ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে।
পিরীতি সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।

পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসায়, বেশর করিব,
ঢুলিবে নয়ন-কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥২২৭

প্রবাস

ধানশী

ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনোদিনী,
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমাকে ছাড়িয়া শ্রাম, মধুপুরে যাইবেন,
এ কথা ত কভু শুনি নাই ॥
হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো,
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায়, বিছান হয়েছে তায়,
শ্রামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥
তোমরা যে বল শ্রাম, মধুপুরে যাইবেন,
কোন্ পথে বন্ধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব,
তবে শ্রাম মধুপুরে যাবে ॥

শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিতা চম্পকলতা,
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে, হরষ হইল গো,
ঘুচে গেল মাথুরের ভয় ॥২২৮

ধানশী

সখি রে মথুরা-মণ্ডলে গিয়া।
আসি আসি বলি, আর না আসিল,
কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল॥
চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন।
যে থাকে কপালে, করি এককালে.
মিটাব আখর তিন ॥২২৯

সুহই

কানু-অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুখ-দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাগুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডীদাসের মনোব্যথা তবে সে ঘুচিবে॥২৩০

সিন্ধুড়া

পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণি
পরশে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে প্রাণের নিধি আপনি মিলিবে॥২৩১

সুহই

অগৌর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥

তাম্বূল কর্পূর আদি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লয়ে সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব কত না ছুটিল লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
আনহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরি মোর পাঁজর খসি যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥২৩২

ধানশী

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি।
যৌবন-সাররে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥

যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, জানিয়া আইস,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২৬৩

সিন্ধুড়া

সখি রে, বরষা বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবী-লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা।
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল॥
কোন সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর॥
যাও সহচরি, মথুরা-মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।

পিয়া এই দেশে, আসে বা না আসে,
জানিয়া আইস হেথা ॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর-পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভৎ'সয়ে,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥২৩৪

কানাড়া

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াসে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর।
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিহি সে করিল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥২৩৫

মাথুর

ধানশী

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,

রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।

হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,

মনোহি শিকলে বান্ধে॥

তারে প্রেম-সুধা-নিধি দিয়ে।

তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,

ডাকিত রাধা বলিয়ে॥

এখন হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুসি,

পলায়ে এসেছে পুরে।

সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,

কুবুজা রেখেছে ধ'রে॥

আপনার ধন, করিতে প্রার্থনা,

রাই পাঠাইল মোরে।

চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব ভজবিজে,

পেতে পারে কি না পারে॥২৩৬

শ্রীরাগ

বিরহ-কাতরা, বিনোদিনী রাই,

পরাণে বাঁচে না বাঁচে।

নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,

কহিতে তোহারি কাছে॥

যদি দেখিবে তোমার প্যারি।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি ॥
কালিন্দী-পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কানে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিক নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যত্তপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই ॥২৩৭

শ্রীরাগ

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।

কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত॥
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার, সোনার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে॥২৩৮

সুহিনী

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাই মুখ ইন্দু॥
ওহে পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাইল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাথী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥

তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥২৩৯

বেলাবলী

রাইয়ের দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী॥
অব যতনে ধৈরয ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তায়।
সখী পাঠাওল কহিয়া সায়॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥২৪০

ভাব সম্মিলন

ধানশী

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।

মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব,

কপাল কহিয়া গেল॥

চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,

পুলক যৌবন ভার।

বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,

দুলিছে হিয়ার হার॥

প্রভাত-সময়ে, কাক কোলাকুলি,

আহার বাটিয়া খায়।

পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে,

উড়িয়া বসিল তায়॥

মুখের তাম্বূল, খসিয়া পড়িছে,

দেবের মাথার ফুল।

চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ,

বিহি ভেল অনুকূল॥২৪১

বেলাবলী

নন্দের নন্দন চতুর কান।

মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥

যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।

তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥

মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ন-জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে।
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে এবার আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কতজন কে করু লেখা॥
খাওয়ায়ে পিয়ায়ে শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা তীরক বন॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥২৪২

সুহই

কিয়ে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে,
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ ছান্দে।
তৃষিত চাতক, নব জলধরে মিলল,
ভুখিল চকোর চান্দে॥

আধ নয়ানে, দুহুঁ রূপ নিহারই,
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে, দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি,
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ, গোরী পরশে সেহ,
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তমু ধরিতে নারে, আলাইল আনন্দভরে,
শিরীষ কুসুম কমলিনী॥
অতসী কুসুম সম, শ্যাম সুনাগর,
নাগরী চম্পক গোর।
নব জলধরে জমু, চাঁদ আগোরল,
ঐছে রহল শ্যাম কোর॥
বিগলিত কেশ কুন্তল, শিখি-চন্দ্রক,
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে, ভাসল নিধুবন,
উছলল প্রেম হিল্লোল॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহু রূপ নিরখিতে,
বিছুরিল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড় বর, সুন্দর রসরাজ,
সুন্দরী মিলই রসাল॥২৪৩

সুহই

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।

হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না লহে অবকাশ ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
রসভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোহাঁ আবেশে ভোর।
দুহু ক মিলনে আজি, নিভায়ল অনল,
পাওল বিরহক ওর ॥
রতন-পালঙ্ক-পর, বৈঠল দুহুঁ জন,
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিখে রহল ধন্দে ॥
আজি মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি বড়ু চণ্ডীদাস ॥২৪৪

———

নিবেদন

সুহই

ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া,
ভাবে গদগদ কয়।
ব্রজ পিরীতের, প্রদীপ জ্বালিয়ে,
দীপ কি নির্ভাতে হয়॥
কালিয়া কুটিল, স্বভাব তোমার,
কপট পিরীত যত।
ভুরু নাচাইয়ে, মুচকি হাসিয়ে,
অবলা ভুলালে কত॥
পিরীতি রসের, রসিক বোলাও,
পিরীতি বুঝিতে নার।
মথুরা নগরের, যত নাগরীর,
পিরীতের ধার ধার॥
শুন গিরিধারী, মথুরা-বিহারী,
নারী-বধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়ে, তোমারে ভজিলে,
শেষে কি এ দশা হয়॥
পিরীতি করিলে, কেন দগধিলে,
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন, দয়াহীন জন,
তোর নিদারুণ হিয়ে॥

সেই রসিকতা, পিরীতি মমতা,
সমতা হইলে রাখে।
পিরীতি রতন, রসের গঠন,
কুটিলেতে নাহি থাকে॥
পিরীতির দায়, প্রাণ ছাড়া যায়,
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি রসের, পসরা তা নাকি,
রাখাল বহিতে পারে॥
যে জনা রসিক, রসে ঢর ঢর,
মরমি যে জন হয়।
হেরে রে রে করে, ধবলী চরায়,
সে জনা রসিক নয়॥
রসিকের রীতি, সহজ সরল,
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডীদাস কহে, রাধার গঞ্জনা,
সুধা সম কানু মানে॥২৪৫

সুহই

শুন শুন হে রসিক-রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গরবে ভরিয়া গেনু।

তোমা হেন বঁধু, হেলায় হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরু ॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয়সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ-বঁধুয়া তুমি ॥
সখীগণে কহে, শ্যাম-সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাঢ়ায়লি,
অব টুটায়ব কে ॥
তোমারি গরবে, গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ ॥২৪৬

সুহই

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঞি সে পরাণে মরি ॥

বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত,
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে,
দুকুল হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে,
সদাই অন্তরে থাক॥২৪৭

সুহই

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥

ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥২৪৮

সুহই

শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে কহে অপযশ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত, দুখ প্রাণনাথ,
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়,
সেই সে বেদনা জানে॥২৪৯

সুহই

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।

তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপের তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোমারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন ন্যায়।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তায় ॥২৫০

সুহই

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দনন্দন,
তোমারে করিব রাধা ॥

পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইয়া,
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা॥২৫১

সুহই

শুন সুনাগর, করি যোড় কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি যেনে,
নবীন পিরীতিখানি॥
কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি,
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ রতন,
স'পেছি চরণতলে॥
তিনটি আখর, করিয়ে আদর,
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ, না কর নৈরাশ,
সদাই পুরাবে তুমি॥
তুমি রসরাজ, রসের সমাজ,
কি আর বলিব আমি।

চণ্ডীদাস কহে, জনমে জনমে,
বিমুখ না হ'ও তুমি ॥২৫২

ধানশী

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার ॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া ॥
নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন শ্যাম ধন।
কৃপা করি দাসীরে দেহ শ্রীচরণ ॥২৫৩

সুহই

বঁধু তুমি সে পরশ মণি হে
বঁধু তুমি সে পরশ মণি।
ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোনার বরণ খানি ॥
তুমি রস শিরোমণি হে
বঁধু তুমি রস শিরোমণি।

মোরা অবলা অখলা, আহীরিণী বালা,
তো সেবা নাহিক জানি ॥
তোহার লাগিয়া, — ধাই বনে বনে,
আমি সুবল-বেশ ধরি হে।
এক তিলে শত যুগ, দরশনে মানি,
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥
অঙ্গের বরণ, কস্তুরী চন্দন,
আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ, পরাণে ধরিয়া,
নয়ান মুদিয়া থাকি ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতি,
তুহুঁ সে পিরীতি জান হে।
বঁধু সে তোমার, এক কলেবর,
তুহুঁ সে এক প্রাণ হে।২৫৪

সুহই

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতিরসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমারে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি॥২৫৫

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

সুহই

রাই। তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।

শুনহ কিশোরি, চারিদিক্ হেরি,
যেমন চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর ৷
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয় ৷
এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয় ॥২৫৬

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

সুহই

অনেক সাধের, পরাণ-বঁধুয়া,
নয়ানে লুকায়ে থোব ৷
প্রেম-চিন্তামণি, মালাটি গাঁথিয়া,
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন, দিয়া যে যৌবন,
কিনেছি বিশাখা জানে ৷
কেনা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগনে চড়ালে মোরে ৷

গগন হইতে, ভূমে না ফেলাও,
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায় ॥২৫৭

সুহই

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শতকোটি,
সকাল করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর ॥

তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরিব আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি ॥২৫৮

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুহই

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবি যে তোরে ॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি ॥
ধাওত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
তনু মন হলো ভোর।
সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া,
এ দশা হইল মোর ॥
নব সন্নিপাত, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিনু আমি।
রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি ॥

যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নামে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
যে হয় উচিত তোর॥২৫৯

শ্রীরাধিকার উক্তি
ভূপালী

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
এখন, কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥

মলয়-পবন বহুক মন্দ ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ॥
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥২৬০

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুহই

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপাম,
তোমার বরণের পরি বাস ;
তুয়া প্রেম সাধি গোরি, আইনু গোকুলপুরী,
বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে ।
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ॥
গঞ্জন বচন তোর, শুনি সুখে নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে ।
তরল কমল আঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইনু জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত, পিরীতি করিনু কত,
সে পিরীতে না পুরিল আশ ।
তোমার পিরীতি বিনু, স্বতন্ত্র না হৈল তনু,
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥২৬১

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

সুহই

শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হলো রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চস্বর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥২৬২

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুহই

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।

কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণ বাঁধা ॥২৬৩

সুহই

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে, গমনে কিশোরী,
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী, ফিরি দিবানিশি,
কিশোরীর অনুরাগে ॥

কিশোরীচরণে, পরাণ স'পেছি,
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ হে কিশোরী, অনুগত জনে,
করো না চরণ-ছাড়া॥
কিশোরীর-দাস, আমি পীতবাস,
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি, আমারে ভজয়ে,
বিফল ভজন তার॥
কহিতে কহিতে, রসিক নাগর,
তিতল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে, নবীন কিশোরী,
বঁধুরে করিল কোলে॥২৬৪

কল্যাণী

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা।
রাধে! ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।

তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
গলার বসন, আর নিবেদন,
বলি যে তোহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাস ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িও রাই ॥২৬৫

(শ্রীরাধার উক্তি)

কামোদ

শ্যাম ছাড়িয়া না দিব তোরে।
পরাণ যেখানে, রাখিব সেখানে,
এমন মন যে করে ॥
লোক হাসি হউ, কুল জাতি যাউ,
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি, ঘটাইল বিধি,
আর তোমা কোথা পাব ॥
কাহারে কহিব, কেবা পাতিয়াব,
আমার জ্বালা যে যত।
তোমার লাগিয়া, এতেক সহিয়া,
নহে পরমাদ হতো ॥
রাধার বচন, শুনি সুনাগর,
গদগদ ভেল দেহা।
আমি সে তোমার, প্রেমে আছি বশ,
মরমে বাঁধিলে লেহা ॥

চণ্ডীদাস কয়, সে ত এক হয়,

হয় বা না হয় ভিন্ন।

বিরলে বসিয়া, দুহুঁ মিশাইয়া,

গঢ়ল একই তনু ॥২৬৬

কামোদ

শ্যাম আর কি বলিব আমি।

তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন,

তোমার তুলনা তুমি ॥

তুমি বিদগধ, গুণের সাগর,

রূপের নাহিক সীমা।

গুণে গুণবতী, বেঁধেছে পিরীতি,

অথল ব্রজের রামা ॥

জাতি কুল দিয়া, আপনি নিছিয়া,

শরণ যে লইয়াছি।

যে কর সে কর, তোমার বড়াই,

এ দেহ তোমারে সঁপিয়াছি ॥

অনেক আছয়ে, আন জনার কত,

আমার কেবল তুমি।

ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া,

শরণ লয়েছি আমি ॥

চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ বিনোদ,

রাধারে না হও বাম।

লোকমুখে শুনি, তোমার মহিমা
শরণ-পঞ্জর নাম ॥২৬৭

সিন্ধুড়া

তোমার পিরীতি, কি জানি কি রীতি,
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
পরিণামে পাছে হয় জ্বালা ॥
অবলা জনার, দোষ না ধরিবে,
তিলেকেতে হয় দোষ।
তুমি কৃপা করি, দয়া না ছাড়িবে,
মোরে না করিবে রোষ ॥
তুমি সে পুরুষ, সবল শকতি,
সকলি সহিতে হয়।
কুলকামিনীর, লেহা বাড়াইয়া,
ছাড়িতে উচিত নয় ॥
তিলেক না দেখিয়া, ও চাঁদ-বদন,
মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা, দেখ সুধাইয়া,
চণ্ডীদাস আছে সাথী ॥২৬৮

সিন্ধুড়া

ওহে শ্যাম তুমি নিদারুণ নও।
তোমার কারণে, এত পরমাদ,
নিচয় করিয়া কও॥
মনের বেদন, কহিতে কহিতে,
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম্ব, ফাটিয়া পড়য়ে,
এমতি করিছে বুক॥
যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে,
শাশুড়ী ননদী তারা।
শ্যাম নাম ধরি, কান্দি কলঙ্কিনী,
এমতি তাহার ধারা॥
হেন করে মন, শুনি কুবচন,
গরল খাইয়া মরি।
তাহে নাহি দায়, শুন শ্যাম রায়,
তোমারে ছাড়িতে নারি॥
তোমা হেন ধনে, ছাড়িব কেমনে,
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাস বলে, বিদগধ তোমা,
আর কোথা গেলে পাব॥২৬৯

সুহই

আর এক বাণী, কহে কমলিনী,
শুন হে বিনোদ রায়।

আহীরী রমণী, তাহে পরাধীনী,
নিবেদি তোমার পায় ॥
রস-চূড়ামণি, শ্যাম গুণমণি,
সকলি জানহ তুমি।
গেহে গুরুজন, বলে কুবচন,
সহিতে না পারি আমি ॥
ব্যাধের ভবনে, হরিণী যেমন,
সদাই করয়ে বাস।
সদা অবিশ্বাস, ক্ষণে বাড়ে ত্রাস,
অস্ত্র ধরি রহে পাশ ॥
প্রসন্ন হইবে, চরণে রাখিবে,
আমি হে চরণ-দাসী।
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
শুন শুন কাল শশী ॥২৭০

রাগাত্মিক পদ

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥
বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি ॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি-দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে ॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।

ভজন তোমারি, রজক-ঝিয়ারি,
রামিণী নাম যাহার ॥
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত ॥২৭১

শুন রজকিনি রামি।
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজন, ত্রিসন্ধ্যা যাজন,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥
এক নিবেদন, করি পুনঃপুনঃ,
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।

না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।
তুমি বাগ্‌বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়ন তারা ॥
তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি ॥
ও রূপমাধুরী, পাসরিতে নারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস ॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী-চরণ সার ॥২৭২

———

পুন আরবার, আসি ত্বরাতর,
রামিণী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিণী,
এ কথা ভুবন পার।
পরকীয়া রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার॥
চণ্ডীদাস নামে, আছে এক জন,
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে,
আমার বচন ধর॥
নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র ছাড়িয়া, নরকে যাইবা,
ভজন নাহিক হবে॥
আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া,
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে, ভাব রাত্রি দিনে,
মম পদ সদা ভজ॥
ব্যভিচারী হৈলে, প্রাপ্ত নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
সহজে পাইবে তবে॥

আর এক বাণী, শুনহ রামিণী,
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
এ কথা পাছে কেহ শুনে ॥২১৩

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥
আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই,
রমণকালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি ॥
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে ॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন-পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংসপ্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধামাধব সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব ॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।

সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,

বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥২৭৪

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।

তুমি সে আমার কল্পতরু ॥

যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।

কি ধন রতনে তুষিব তোরে ॥

ধন জন দারা সঁপিনু তোরে।

দয়া না ছাড়িও কখন মোরে ॥

ধরম করম কিছু না জানি।

কেবল তোমার চরণ মানি ॥

এক নিবেদন তোমারে কব।

মরিয়া দোঁহাতে কিরূপ হব ॥

বাশুলী কহিছে কহিব কি।

মরিয়া হইবে রজক ঝি ॥

পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।

একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে ॥

চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।

বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেল ॥২৭৫

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।

কহিলে আমারে সাধন-কথা ॥

সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।

সে তিন রহয়ে কাহার গতি ॥

এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস মজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ যজে॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডীদাস কহে কহিবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥২৭৬.

এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসের কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥

সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে ॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি ॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর ॥
বীজে মিশাইয়া রামিণী যজ।
রসিকমণ্ডলে সতত ভজ ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয় ॥২৭৭

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি ॥
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি ॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয় ॥

আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদনরূপ ধরি আমি সে হই ॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে ॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয় ॥
তিনটি আখরে রতিকে যজি ॥
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি ॥
দ্বিতীয় আখরে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি।
চতুর্থ আখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রসসমুদ্র বেদান্ত পার ॥২৭৮

———

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন ॥
গ্রাম্যদেব বাশুলীরে, জিজ্ঞাস গে করযোড়ে,
রামী কহে শৃঙ্গার-সাধন ॥
চণ্ডীদাস করযোড়ে, বাশুলীর পায় ধরে,
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি, বাউল হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী ॥

হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামদেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে ॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু, সেই রসের কল্পতরু,
তার সনে সদা অভিমান ॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধন-কথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন-গুরু, সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল ॥২৭৯

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য ॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে ॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি ॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষন যথা ॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে ॥

শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥২৮০

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ॥
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কাটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুকসারী সেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী-কৃপায়॥২৮১

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে ?
সব রস সার শৃঙ্গার এ ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন ॥
গুরু বস্তু এ বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদাই যজে ॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥২৮২

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক হয় ॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে ॥
রস পরিপাটী, সুবর্ণের ঘটি,
সম্মুখে পুরিয়া রাখে।

খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে ॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পুরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে,
উছলিয়া রহি যায় ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ ২৮৩

রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মূরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাঢ়ায়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস ॥২৮৪

রসের কারণে, রসিকা রসিক,
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেমবিলাস ॥

স্থূলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্ম গতি,
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুহুঁক ঘটনে, যে রস হোয়ত,
এবে তাহে নাহি গতি ॥
দুঁহুক যোট, বিনহি কখন,
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে, যে কিছু হোয়ত,
রতি প্রেম পরচারি ॥
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতিসুখকালে, অধিক সুখহি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥
দুঁহুক নয়নে, নিকষয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কখন,
তবে কৈছে নিকষয় ॥
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয়পাত্র।
কুল কাঠ খড, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরীতি মাত্র ॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া,
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপজে,
তাহারে রস যে কয় ॥

বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথি,
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥২৮৫

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায় ॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে ॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছটফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥
তাহার মরণ, জানে কোন জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাটিয়া লেই ॥
বাটিলে মরণ, জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।

প্রেমের আকৃতি, কঁরে ছটফটি,
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে ॥২৮৬

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন,
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন, করিবা তখন,
এড়ায় টানিয়া শ্বাস ॥
তাহা হইলে, মন-বায়ু সে,
আপনি হইবে বশ।
তা হইলে কখন, না হইবে পতন,
জগৎ ঘোষিবে যশ ॥
বেদবিধি পার, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেই জন,
তাহার উপর কে ॥
সদানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখয়ে,
যুগলকিশোর রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন-গোচর,
জানয়ে রসের কূপ ॥
চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলাসময়,
হৃদয় আনন্দ ভোরা।
নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে,
যেন জীয়স্তে মরা ॥২৮৭

শুন শুন দিদি, প্রেম-সুধানিধি,
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার, গভীর গম্ভীর,
উপরে শেহালাদল॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে,
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন, চিনিতে নারিলাম,
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোরা কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে,
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা, যাহার হইয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা॥২৮৮

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয়॥
সখি হে পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড়॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥
বিধুর সহিত, কুমুদ পিরীত,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লৈয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥২৮৯

সুজনের সনে; আনের পিরীতি,
কহিতে পরাণ কাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীতি,
সময় পাইলে কাটে॥
সখি কে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী,
সদাই পরাধীন।
আত্ম-সমর্পণ, জীবন যৌবন,
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
সকাম লাগিয়া, ফিরয়ে ঘুরিয়া,
পরতত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায়॥
সখি, না কর সে পিরীতি আশ।
ঝুটিয়া পিরীতি, কেবল কুরীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥২৯০

শুন গো সজনি আমারি বাত।
পিরীতি করিব সুজন সাথ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টুট॥

ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি ॥২৯১

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে ॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত ॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে ॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়া নাগরী করহ প্রীত ॥
পিরীতি করিয়ে ভাঙ্গয়ে যে।
সাধনা অঙ্গ না পায় সে ॥
প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয় ॥
রাগ সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনার তেমতি চিত ॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাহস করে ॥

আদি চণ্ডীদাসে চারি সু বুঝান।
দাউ উঠাইল যেমন মান ॥২৯২

প্রেমের পিরীতি, কিসে উপজিল,
প্রেমাধারে নিব কারে।
কেবা কোথা হইল, কেবা সে দেখিল,
এ কথা কহিব কারে ॥
পাতের ফুলে, ফুলের কিরণ,
তাহার মাঝারে যেই।
তাহারে অনেক, যতনে নিঙ্গাড়ে,
চতুর রসিক সেই ॥
প্রেমের চাতুরা, চতুর হইয়া,
তিনের কাছেতে থাকে।
চারিটি আখর, হরিলে পুরিলে,
তাহে যেবা বাঁকি থাকে ॥
তাহার বাকিতে, প্রেমের আখর,
পিরীতি আখর জড়।
সকল আখর, এক করি দেখ,
প্রেমের কথাটি দড় ॥
ছয়টি আখর, . মুল করি দের,
তাহার ঘুচাই দুই।
চণ্ডীদাস কহে, এ কথা বুঝয়,
রসিক হইবে যেই ॥২৯৩

পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপর ভাব।
ভাবের উপরে, ভাবের বসতি,
তাহার উপরে লাভ ॥
প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা।
ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে, এ তিন আখরে,
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ ॥
কুলের উপরে, কুলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেউ কেউ ॥
দুখের উপরে, দুখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥২৯৪

সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে,
সতের বরণ হয়।

অসতের বাতাস;   অঙ্গেতে লাগিলে,
সকলি পলায়ে যায় ॥
সোনার ভিতরে,   তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি ;
রাগের ঘরেতে,   বৈদিক থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি ॥
রসিকের প্রাণ,   যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে,   এমতি বুঝায়া,
মরম কহিব কারে ॥
এমতি করণ,   যাহার দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয়,   জনমে জনমে,
হয়ে রব তার দাসী ॥২৯৫

সহজ আচার,   সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়।
কেমন বরণ,   কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দসুত,   কহিতে লাগিল,
শুন বৃকভানু-ঝি !
সহজ পিরীতি,   কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি কি ॥

আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেমবিন্দু উপজিল।
গন্ধ পন্থ হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই॥২৯৬

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের কাছে, অবলা আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে,
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার, একটী দুয়ার,
ভিতরে তিনটি আছে।

চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে ॥
যেন আম্রফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা ॥
রূপ করুণাতে, পারিবে মিলিতে,
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস, পুরিবেক আশ,
তবে ত খাইবে সুধা ॥২৯৭

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে ॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজী উপরে যাইবে সেই ॥
রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে ॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে যাইবে মনের ব্যথা ॥২৯৮

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।

প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটি আখর,
জানিবে ভজন সার ।
রাগমার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ ।
তাহার উপরে, পিরীতি বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উদ্গারিল কে ।
সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে ।
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া দেখ ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটি আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত ।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত ॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই ।

নৈষ্টিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই ॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্টিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥২৯৯

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন,
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
জীবের জনম তায় ॥
অনর্থ নিবৃত্তি, সভে দূর গতি,
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি ॥
আসক উকত, সবে দূরগত,
সদ্‌গুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদন, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে ॥
দেহ রতিক্ষয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাসে কয়, বিনা দুঃখে নয়,
কিশোরী চরণ দেখে ॥৩০০

কাতরা অম্বিকা, দেখিয়া রাধিকা,
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইলে,
ধরম সরম যায় ॥
ধনি, কহিল তোমায় ঠাঞি।
পরকীয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাঞি ॥
যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে,
বলিবি পূরব মুখে।
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে ॥
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
তবে ত রসিকরাজ ॥
যে জন চতুর, সুমেরু-শিখর,
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকড়সার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে,
এ রস মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি যা সনে, আদর সে ধনে,
সম্ভ্রম না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ, কাটিয়া দেওবি,
বাহিরে বাসিবি পর ॥

বেদ বেদান্তর, না করিবি বিচার,
না লৈবি বেদে বিরস।
হইবি সতী, না হবি অসতী,
না হইবি কাহার বশ॥
হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি, হেমকান্তি রতি,
স্বপতি ভাবিবি লেহা॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি,
সম দুঃখ সুখ ক্লেশ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
বাশুলীচরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
না ছুঁইবি হাঁড়ি॥৩০১

মরম কহিতে, ধরম না রয়,
নাহি বেদবিধি রস।
সতী যে হইবে, আগুনি খাইবে,
না হবে অন্যের বশ॥
যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।

হৃদয়-মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভবনদী হয় পার ॥
কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কাম রতি, হবে অন্তপতি,
তাহারে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী পরের দেহা ॥
অঙ্গের পরশে, সিনান করিব,
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস,
থাকিব যুবতী মাঝে ॥৩০২

হইলে সুজাতি, পুরুষেরি রীতি,
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কখন বিফল নয় ॥

তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা,
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাচপোকা ধরে ॥
সহজ করণ, রতি নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেই ত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥৩০৩

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ,
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন ॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান্ আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি ॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে এই হয় চব্বিশ রস-রীতি ॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই ॥
এই সব নামভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস-ভেদ এক পাত্রে ॥৩০৪

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্ বরণ হয়।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে কোন্ বৃন্দাবনে যাব ॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয় সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বরমানুষে মিলিত হইয়া রয় ॥
কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে ॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম ভ্রমরা পশিছে তায় ॥
গোপতের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে সেই সে মরম জানে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম নীচ সহ ব্যবহার ॥৩০৫

নায়িকা-সাধন, শুনহ লক্ষণ,
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম, করিয়া সাধই,
আপনার দেহ করিতে হয় ॥
সে কালে রমণ, অতি নিত্য করণ,
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ, রতির গঠন,
তখন দেখিতে পাবে ॥
সে রতি সাধন, করেন যে জন,
সেই সে রসিক সার।

ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পুছিয়া,
মরম বুঝয়ে তার ॥
তাহার উপর, জলদ বরণ,
রতির বরণ হয় ।
সাধিতে সে রতি, কাহার শকতি,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥৩০৬

সজনি শুন গো মানুষের কাজ ।
এ তিন ভুবনে, সে সব বচনে,
কহিতে বাসিবেক লাজ ।
কমল-উপরে, জলের বসতি,
তাহাতে বসিল তারা ।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
পরাণে হাসিছে হারা ॥
সুমেরু-উপরে, ভ্রমর পশিল,
ভ্রমর ধরি ফুল ।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
হারায়াছে জাতি কুল ॥
হরিণ দেখিয়া, যেয়াথ পলায়,
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ ।
যমের ভিতরে, আনন্দের বসতি,
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র ॥
সুমেরু-উপরে, ভ্রমর পশিল,
এ কথা বুঝিবে কে ।

চণ্ডীদাস কহে, রসিক হইলে,
বুঝিতে পারিবে সে ॥৩০৭

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া,
ভবনদী হয় পার ॥
ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়কে বাছিয়া লবে।
তার আবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সে বা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পাড়িলে,
পরশ পাষাণময় ॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে,
হয় রজনী মনহ যোগ।
রমণ রমণী, তারা দুই জন,
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু, খসিয়া পড়িলে,
রসিক মিলয়ে তাকে ॥

মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলা পাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সে নারী,
তলাটে নাহিক আর ॥৩০৮

নারীর সৃজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিলেক বিধি,
বিষামৃতে একত্র রয় ॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগৎ ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥৩ ৯

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পারে শকতি ॥

ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়॥
কহে চণ্ডীদাস বুঝয়ে কে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে॥

এ রূপমাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে॥
তিনটি দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ-নগরে তাহার বাস॥
প্রেম-সরোবরে দুইটি-ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক-যুগল দেখে॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে স্নান।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এ রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকি॥৩১০

মানুষ মানুষ, সবাই কহয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন, মানুষ জীবন,
মানুষ পরাণ ধন॥

ভুবন ভুলয়ে, এ সব লোক,
মরম নাহিক জানে।
মানুষের প্রেমা, নাহি জীবকে,
মানুষে সে প্রেমা জানে॥
যে জন মানুষ, সে জানে মানুষ,
মানুষে মানুষ চিনে।
এ লোক মানুষ, এ দুয়ের বল,
মানুষে মানুষ জানে॥
মানুষ যারা, জীয়স্তে মরা
সেই ত মানুষ সার।
মানুষ লক্ষণ, মহাভাগ্যবান্,
মানুষ সবার পর॥
মানুষ নাম, বিরল ধাম,
বিরল তাহার রতি।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি বিরল,
কে জানে তাহার রীতি॥৩১১

স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিনে, কার্য্যসিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥

দুই চারি করি, আটটা আখর,
তিনের জনম তায়।
এগার আখরে মূল বস্তু জানিলে,
একটি আখর হয়॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই॥৩১২

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দে মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তক পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃতধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃতধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিনু তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥৩১৩

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমত জলেতে লাগে।

অন্তরে অন্তরে, শুদ্ধ করে তারে,
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে ॥
পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয় ।
পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে,
যে মতে সংযোগ পায় ॥
পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয় ।
স্বজাতি-অনুগা, সোনাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায় ॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে ।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে ॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীনজাতি,
রতির আশ্রয় লয় ।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥৩১৪॥

আমার পরাণ, পুতলি লইয়া,
নাগর করে পূজা ।
নাগর পরাণ, পুতলি আমার,
হৃদয়-মাঝারে রাজা ॥

আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর॥
দুন্দুভি বাঁশীটি, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভুবনে যেকত,
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন সুতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার॥

বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল ॥৩১৬

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বেতে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম।
ষড়্‌রিপু লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ক্রোধ কাম।
দশ ইন্দ্রিয় ক্ষত তারা হয় ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা চক্ষু ত্বক্।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বাক্ ॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ ॥
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পূরি ॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল ॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃদ্-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভিমূলে ॥

নাভির নিম্ন ভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তস্ত পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি॥
লিঙ্গমূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহমধ্যেতে আছয়।
মাতস্তরে হৃদ্‌পদ্ম দ্বাদশদল কয়॥
সহস্র দল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥
ষট্‌চক্রে মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥
দণ্ড দুই পার্শ্বে ইড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যে স্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে॥
মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লালার সঞ্চার॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥
কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান॥
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥

অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ্‌নাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে॥৩১৬

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয়॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদিমধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে।
বস্তুভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥
সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়॥৩১৭

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটি আখরে সদা পিরীতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটি আখর পাঁচের পর॥
কনক-আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥

কর্পূর চন্দন শীতল জলে ;
যেমন আনন্দ লেপনকালে ॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায় ।
শীত-ভীত জন ভয়ে পলায় ॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মিলি ।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি ॥
অষ্ট আখর একত্র যবে ।
কনক-আসন জানিবে তবে ॥
পঞ্চরস অনুবাদ যে হয় ।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥৩১৮

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্র দল পদ্মে রূপের আশ্রয় ।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয় ॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ ।
সেই জন লোক ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ ॥
কায়-মনো-বাক্যে করে গুরুর সাধন ।
সেই ত করণে উপজয়ে প্রেম ধন ॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে ।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে ॥৩১৯

মানুষ মানুষ, ত্রিবিধ মানুষ,
মানুষ বাছিয়া লহ ।
সহজ মানুষ, অযোনি মানুষ,
মানুষ সংস্কার দেহ ॥

সংস্কার যেই, ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই,
সামান্ত তাহার নাম।
মরণে জীবনে, করে গতাগতি,
ক্ষীরোদ সায়রে ধাম॥
গোলোক উপরে, অযোনি মানুষ,
নিত্য স্থানে সদা রয়।
তাহার প্রকাশ, বৈকুণ্ঠের পতি,
লীলা কায়া যেবা হয়॥
তাহার উপরে, নিত্য বৃন্দাবন,
সহজ মানুষ জানে।
আনন্দে ঘটান, রহে দুই জনে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥৬২০

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলিব কায়।
না জানি মরম, করে আচরণ,
এ বড় বিষম দায়॥
না জানি ধরম, না জানি করম,
আচরিতে করে আশ।
ত্রিণবের গান, শুনিয়ে যেমন,
কাকে করে অভিলাষ॥
সুধাকর দেখি, খদ্যোত যেমন,
সম তেজ হ'তে চায়।

শত শত কোটি, করয়ে উদয়,
তবু তার যোগ্য নয় ॥
পারিজাত পুষ্প, দেবের দুর্লভ,
কপিতে করয়ে আশ।
শিব-নৃত্য দেখি, ভূতগণ নাচে,
দেবের সমাজে হাস ॥
এমন যে জন, নিত্য সহজ ঘটায়,
আচরিতে করে আশ।
বাশুলী-আদেশে, ভণে চণ্ডীদাসে,
নরকে হইবে বাস ॥৩২১

সমাপ্ত